রাঁচি, বৃহস্পতিবার
09:10:2025
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>006>>22 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৬ >> << ২২শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ইস্যুতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাশিয়া, চীন, ভারত ও পাকিস্তান

নয়াদিল্লি (সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই প্রচেষ্টার বিরোধিতায় আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়াল ভারত।

শুধু ভারতই নয়, এ বিষয়ে ট্রাম্পের বিরোধিতা করে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে চীন, পাকিস্তান ও রাশিয়া। তাদের সঙ্গে ভারতও একই পঙ্ক্তিতে বসল। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কোনো বিষয়ে চীন, পাকিস্তান ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সহমত হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

ভারত এই ভূমিকা নিল এমন সময়ে, যখন তালেবানশাসিত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি সরকারি সফরে নয়াদিল্লিতে আসছেন। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক দখল নেওয়ার পর এই প্রথম সে দেশের কোনো মন্ত্রী ভারত সফরে আসছেন। অথচ লক্ষণীয়, আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে ভারত এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।

মুত্তাকি ভারতে আসছেন আগামীকাল বৃহস্পতিবার। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তাঁকে ভারত সফরে অনুমতি দিয়েছে। আফগান মন্ত্রীদের বিদেশ সফরের ওপর জাতিসংঘের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, আপাতত তাতে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত মুত্তাকি ভারতে থাকবেন।

চীন, পাকিস্তান ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারত একযোগে ট্রাম্পের বিরোধিতা করে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে গত মঙ্গলবার 'মস্কো ফরম্যাট কনসালটেশন'এর সপ্তম বৈঠকে। মস্কোয় এই বৈঠক হয়।

রাতে ওই বৈঠকে গৃহীত এক যৌথ বিবৃতিতে বাগরাম বিমানঘাঁটির নাম না করে বলা হয়েছে, 'আফগানিস্তান ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোয় যারা সামরিক অবকাঠামো খাড়া করতে চায়, তাদের সেই উদ্যোগ সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, ওই উদ্যোগ আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিপন্থী।'

কিছুদিন আগে বাগরাম বিমানঘাঁটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। পাঁচ বছর আগে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে দুই দেশের চুক্তিও হয়েছিল। এরপর হঠাৎ বাগরামের দাবি জানানো গোটা বিশ্বকেই বিস্মিত করেছে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার যদিও তৎক্ষণাৎ সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে।

ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দেওয়ার পর আফগানিস্তান মস্কো বৈঠকে যোগ দেয়। সদস্যদেশ হিসেবে এই প্রথম তাদের যোগদান। সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুত্তাকি।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, চীন ও রাশিয়া ছাড়াও ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ইরান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি ও শীর্ষ সরকারি কর্তারা। বেলারুশের প্রতিনিধিও বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে।

দাবি অগ্রাহ্য করার পরেও ট্রাম্প নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, তাঁর সরকার বাগরাম ফেরত পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ওই বিমানঘাঁটি তালেবানদের ছেড়ে দিয়েছিলাম। বিনিময়ে কিছুই নিইনি। এখন ওই ঘাঁটি আমরা ফেরত চাই।'

ওই সংবাদ সম্মেলনের দুই দিন পর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'বাগরাম বিমানঘাঁটি যারা তৈরি করেছে (যুক্তরাষ্ট্র), তাদের যদি আফগানিস্তান সেটি ফেরত না দেয়, তা হলে পরিণতি মারাত্মক হবে।'

আফগানিস্তান তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি অগ্রাহ্য করেছে। সে দেশের প্রধান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ জানিয়ে দেন, 'কোনো পরিস্থিতিতেই আফগানরা তাদের জমি অন্য কাউকে হস্তান্তর করবে না।'

মুত্তাকির সফর শুরুর ঠিক আগে ভারতের এই ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তালেবান নেতৃত্বাধীন আফগান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ে যোগাযোগ রেখে চলছিল। দুবাই ও কাতারের রাজধানী দোহায় তালেবান নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রিসহ অন্যান্য সরকারি কর্তার একাধিক বৈঠকও হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও আফগান সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উত্তরোত্তর ভালো হচ্ছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর ভারত সে দেশে ত্রাণ পাঠায়। পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের পর আফগানিস্তান সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছিল।

'অপারেশন সিঁদুর'এর পর ১৫ মে মুত্তাকির সঙ্গে প্রথম কথা হয় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। ২০২১ সালের পর এটাই ছিল দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে প্রথম আলোচনা। ওই আলাপচারিতায় জয়শঙ্কর ভারত ও আফগান জনগণের 'ঐহিত্যগত বন্ধুত্বের' উল্লেখ করেছিলেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যত খারাপ হচ্ছে, নয়াদিল্লি ততই কাবুলের কাছে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের 'শুল্কযুদ্ধের' অবসান এখনো হয়নি। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা এখনো অব্যাহত। বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধাচরণের নীতি থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো সরে আসেননি। এই পরিস্থিতিতে চীন, পাকিস্তান ও রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাগরাম প্রশ্নে আফগানিস্তানকে ভারতের সমর্থন জানানো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভিসা নীতি

গত সপ্তাহে দলীয় সম্মেলনে বিদেশিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি কঠোর করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে

ভারতীয়দের জন্য যুক্তরাজ্যের ভিসা নীতি শিথিল হবে না ঃ কিয়ার স্টারমার

মুম্বাই ঃ ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা নীতি শিথিল করবে না যুক্তরাজ্য। ভারত সফরে যাওয়ার আগে এ কথা বলেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে দুই দিনের সফরে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। আজ বুধবার তিনি ভারতে পৌঁছান।

এ সফরে স্টারমার উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শতাধিক ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর এ সফরের লক্ষ্য যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশটির ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নে কাজ করা।

স্টারমার বলেন, ভারতের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের 'বিস্তৃত সুযোগ' রয়েছে। তবে ভারতীয় শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যের ভিসার পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা তাঁদের নেই।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান লেবার সরকার দেশটিতে অভিবাসন কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। গত সপ্তাহে দলীয় সম্মেলনে বিদেশিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি কঠোর করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আলোচনা ভিসা নিয়ে নয়, আলোচনা হবে ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব, বিনিয়োগ, চাকরি ও যুক্তরাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি নিয়ে।

কয়েক বছর ধরে আলোচনার পর গত জুলাইয়ে ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাজ্য।

চুক্তির লক্ষ্য, লাখ কোটি পাউন্ডের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের গাড়ি ও হুইস্কি সস্তায় ভারতে রপ্তানি করা এবং ভারতীয় পোশাক ও গয়না সস্তায় যুক্তরাজ্যে আমদানি করা।

এ ছাড়া চুক্তির অংশ হিসেবে যেসব ভারতীয় স্বল্পমেয়াদি ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে কাজ করবেন, তাঁরা সামাজিক নিরাপত্তা (সোশ্যাল সিকিউরিটি) ব্যয়ে তিন বছরের জন্য ছাড় পাবেন।

তবে মন্ত্রীরা জোর দিয়ে বলেছেন, অভিবাসননীতিতে কোনো বিস্তৃত পরিবর্তন আনা হয়নি।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান লেবার সরকার দেশটিতে অভিবাসন কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। গত সপ্তাহে দলীয় সম্মেলনে বিদেশিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি কঠোর করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজের ভেতর সাংবাদিকদের স্টারমার বলেন, ভারতের সঙ্গে এই বাণিজ্যচুক্তিতে ভিসার কোনো ভূমিকা নেই। ভিসা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

সেখানে স্টারমারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির দক্ষ কর্মী ভিসা (এইচ-১বি) আবেদনে ফি আরোপের পর, বিশেষ করে প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসতে যুক্তরাজ্য নিজেদের ভিসা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনবে কি না।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্য সারা বিশ্বের 'শীর্ষ মেধাবীদের' আকর্ষণ করতে চায়, যেন তাঁরা দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

তবে স্টারমার বারবার এটাও বলেছেন, ভারতীয়দের জন্য যুক্তরাজ্যের ভিসা পাওয়ার নতুন পথ চালুর কোনো পরিকল্পনা তাঁর সরকারের নেই।

দুই দিনের এ সফরে প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

স্টারমার সফরে আসার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।

তিনি এমন কিছু করবেন না বলে জানিয়েছেন স্টারমার। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমি পুতিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাইনি। এমন কোনো কিছু আমি করতেও যাচ্ছি না। আমার মনে হয় না, এতে কেউ আশ্চর্য হবেন।'

রাশিয়ার তেল কেনার কারণে তিনি নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করবেন কি নাএমন প্রশ্নের জবাবে স্টারমার বলেন, তেলের ট্যাংকারের যেসব বহর ছদ্মবেশে রাশিয়ার তেল বহন করে, যুক্তরাজ্যের নজর তাদের দিকে।

বন্দি বিনিময় নিয়ে পোল্যান্ড-জার্মানি চাপানউতোর

বার্লিন ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০২২ সালে নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত এক ইউক্রেনীয় ব্যক্তি এখন পোল্যান্ডে বিচারাধীন। জার্মানি তাকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে। কিন্তু পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডনাল্ড টুস্ক মঙ্গলবার জানিয়েছেন তারা ওই ব্যক্তিকে জার্মানির হাতে তুলে দিতে চান না। রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস আসার অন্যতম পাইপলাইন নর্ডস্ট্রিম। ২০২২ সালে ওই পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এদিন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেটি বড় কথা নয়, ওই পাইপলাইন তৈরি হয়েছিল, সেটি তার চেয়েও বড় বিষয়। ওই পাইপলাইন ইউরোপকে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ''ইউক্রেনের ওই নাগরিককে আমরা জার্মানির হাতে তুলে দিতে চাই না। তবে শেষ কথা আদালত বলবে।'' জার্মানি চায় ওই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতে।

বাজার দর

SENSEX : 81773.66 -153.09
NIFTY : 25046.15 -62.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .28 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .43 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

এবার গাজামুখী ৯ জাহাজ আটক করলো ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

ইসরায়েল ঃ বুধবার নয়টি জাহাজের ফ্রিডম ফ্লোটিলা আটক করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। ইসরায়েলের নৌবাহিনীর বাধা অতিক্রম করে গাজার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করার সময় বহরটি থেকে অ্যাক্টিভিস্টদের আটক করার কথাও জানিয়েছে ফ্লোটিলার আয়োজক ও ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় জানায়, মোট ১৪৫ জন অ্যাক্টিভিস্টকে আটক করা হয়েছে এবং আটককৃতদের সবাই স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ভালো আছেন। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানায়, আটক ব্যক্তিদের খুব শিগগির ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। ফ্রিডম ফ্লোটিলার একটি জাহাজে থাকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার ও লেখক শহিদুল আলমকেও ইসরায়েলের সেনাবাহিনী আটক করেছে। শহিদুল আলমের ফেসবুক পোস্ট উদ্ধৃত করে এ খবর প্রকাশ করেছে দ্য ডেইলি স্টার। এর আগে গত সপ্তাহে ৪০টি জাহাজের সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে অন্তত ৪৫০ জনকে আটক করেছিল ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা ও অ্যাক্টিভিস্টদের সঙ্গে জলবায়ু বিষয়ক অ্যাক্টিভিস্ট গ্রেটা থুনবার্গও ছিলেন তাদের মাঝে। সুমুদ ফ্লোটিলা আটকের খবরে তখন নিন্দার ঝড় ওঠে। ইটালির অনেক শহরে শুরু হয় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। বিক্ষোভ শুরুর পর আটককৃতদের ফেরত পাঠাতে শুরু করে ইসরায়েল সরকার।

স্পেনে নির্মাণাধীন ভবন ধসে চার জনের মৃত্যু

মাদ্রিদ ঃ মাদ্রিদে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের একাংশ ধসে পড়ায় এ পর্যন্ত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিহতরা মালি, গিনি ও ইকুয়েডরের নাগরিক।

স্পেনের ইএফই নিউজ-এর খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার ধসে পড়ার সময় ভবনটিতে ৩০-৪০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। মধ্য রাতের আগে ধ্বংসস্তূপ থেকে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বুধবার সকালে আরো দু' জনের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর নিশ্চিত করেছে স্পেনের জরুরি পরিষেবা দপ্তর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ দেয়া এক পোস্টে এ পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর পাশাপাশি এ ঘটনায় অনেকের আহত হওয়ার কথাও জানিয়েছে তারা।

উপদেষ্টারা কীভাবে 'আখের গুছিয়েছে', কেন 'সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে'

ঢাকা ঃ বেশ অনেক দিন পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আবারও আলোচনায় এসেছেন। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি কিছু 'বিস্ফোরক' মন্তব্য করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে তাঁর ওই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তেমনি কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগও তৈরি করেছে।

ওই সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম বলেন, '...অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছে অথবা গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিট্রে (প্রতারণা) করেছে। যখন সময় আসবে, তখন আমরা এদের নামও উন্মুক্ত করব।' সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম আরও বলেছেন, 'উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে লিয়াজোঁ করে ফেলেছে। তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে।'... নাহিদ ইসলামের এই সাক্ষাৎকার থেকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পর্কে মোটাদাগে দুটি 'অভিযোগ' পাওয়া যায়। এক. অনেক উপদেষ্টা সরকারে থাকার সুবাদে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন দুই. উপদেষ্টারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনের পর নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। এই দুটি অভিযোগ দুই ধরনের এবং এগুলোর তাৎপর্যও আলাদা।

'অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছে'এ কথার মাধ্যমে নাহিদ ইসলাম আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন, ওই সাক্ষাৎকারে তিনি সেটা স্পষ্ট করে বলেননি। এমনকি তিনি 'আখের গোছানো' উপদেষ্টাদের নামও উল্লেখ করেননি। যা-ই হোক, 'আখের গোছানো' কোনো ইতিবাচক শব্দ নয়। প্রচলিত অর্থে 'আখের গোছানো' বলতে বোঝায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ কখনো কখনো এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুর্নীতির মধ্যেও পড়ে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে, নাহিদ ইসলাম কি তাঁর বক্তব্যে উপদেষ্টাদের ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা দুর্নীতি নিয়ে কোনো ইঙ্গিত দিলেন?

বাংলাদেশের পটভূমিতে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ ওঠা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে কোনো কোনো উপদেষ্টার সঙ্গে কাজ করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছে।

লক্ষণীয় হলো, দুই উপদেষ্টার (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম) আলোচিত দুই ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং তাঁদের অনিয়ম নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোনো তদন্তও করা হয়নি। এর ফলে ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের কোনো দায় আছে কি না, সেটা উদ্ঘাটন করা বা জানা সম্ভব হয়নি।

'আখের গোছানো' বলতে নিজের বা নিজের আত্মীয়স্বজন, এমনকি নিজের এলাকার জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা নেওয়াকেও বোঝানো হয়ে থাকে।

সম্প্রতি এ রকম একটি বিষয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেওয়া স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কুমিল্লার সড়ক ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত ও উন্নয়নে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে আসিফ মাহমুদের নিজ উপজেলা মুরাদনগরে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর উপজেলা দেবীদ্বারে।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে অনেক উপদেষ্টার 'আগের গোছানো' নিয়ে কথা বললেও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেই তালিকায় তাঁর সাবেক সহকর্মী (আসিফ মাহমুদ) এবং তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের নামও এসেছে। এদের 'আখের গোছানোর' দায় কি তিনি এড়াতে পারেন?

এসব বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? প্রশ্ন ওঠার কারণ হলো প্রথমত, এটা হচ্ছে 'বিশেষ' প্রকল্পের বরাদ্দ। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পটি নেওয়া হচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে। আসিফ মাহমুদ ও হাসনাত আবদুল্লাহ দুজনেই তাঁদের এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন, এলাকাবাসী তেমনটাই ধারণা করছেন। এর ফলে এই বরাদ্দের সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ক্ষেত্রে এটা শুধু 'আখের গোছানো', নাকি একই সঙ্গে তা 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' (স্বার্থের সংঘাত)এই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ।

'আখের গোছানোর' আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, সম্প্রতি দুটি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের (টিভি) লাইসেন্স পাওয়ার ঘটনাটি। অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া নতুন দুটি টিভির একটির অনুমোদন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান (তুহিন)। আরেকটি টিভির লাইসেন্স পেয়েছেন আরিফুর রহমান তিনি এনসিপির পূর্বতন সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ছিলেন।

টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা ও চালানোর মতো আর্থিক সক্ষমতা আরিফুর রহমান (তুহিন) ও আরিফুর রহমানের আছে কি না, সে প্রশ্ন রয়েছে। কী বিবেচনায় তাঁদের লাইসেন্স দেওয়া হলো, সে বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। তবে উত্তর পাওয়া যায়নি।

ওই দুই ব্যক্তির নতুন দুটি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স পাওয়ার ঘটনা নিয়ে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, 'এটার মধ্য দিয়ে এ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে অস্বচ্ছতা ও পক্ষপাতমূলক মনোভাব রয়েছে, সেগুলো বোধ হয় প্রকাশ পেয়েছে। ...এই সরকারের সময় আমরা দেখেছ পুরোনো স্টাইলে ভাগ-বাঁটোয়ারা, নিয়ন্ত্রণ, লোকজন বসানো ও প্রতিষ্ঠান দখলএগুলো চলছে।' এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে অনেক উপদেষ্টার 'আগের গোছানো' নিয়ে কথা বললেও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেই তালিকায় তাঁর সাবেক সহকর্মী (আসিফ মাহমুদ) এবং তাঁর দলের নেতার নামও এসেছে। এদের 'আখের গোছানোর' দায় কি তিনি এড়াতে পারেন?

উপদেষ্টাদের সম্পর্কে নাহিদ ইসলামের আরেকটি 'অভিযোগ' ছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা নির্বাচনের পর নিজেদের 'সেফ এক্সিটের' কথা ভাবছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে অভিযোগটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই কারণে এটা নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে বেশি। উপদেষ্টাদের 'সেফ এক্সিট' প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলামের বক্তব্যকে 'রাজনৈতিক' বলে মন্তব্য করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। 'রাজনৈতিক' বলে নাহিদ ইসলামের এ বক্তব্যকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, নাহিদ ইসলামের ওই বক্তব্যের পর তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সারজিস আলম উপদেষ্টাদের সম্পর্কে আরও 'আক্রমণাত্মক' মন্তব্য করেন। এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম উপদেষ্টাদের সম্পর্কে বলেন, '...আমরা মনে করি দেশের মানুষের সামনে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। কোথায় সেফ এক্সিট নেবেন, পৃথিবীতে সেফ এক্সিট নামের একটাই জায়গা, সেটা হচ্ছে মৃত্যু। এ ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই। আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তে যান, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ধরবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, সামনাসামনি হোক।' নাহিদ ইসলাম ও সারজিস আলমের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, এনসিপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে তত বেশি অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। এ কারণেই কি উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করছেন? উপদেষ্টারা কি এনসিপির নেতাদের বিশেষ কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? বর্তমান বাস্তবতায় অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে কি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না?

উপদেষ্টাদের মধ্যে কারা 'নিজেদের আখের গুছিয়েছেন' এবং কারা 'সেফ এক্সিটের' কথা ভাবছেন, নাহিদ ইসলাম সেটা স্পষ্ট করেননি। এর ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা বা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে কারা 'সেফ এক্সিট' নিতে চান, সেটা নাহিদ ইসলামকে পরিষ্কার করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

নাহিদ ইসলাম কি 'নিজেদের আখের গোছানো' এবং 'সেফ এক্সিট' নিতে চাওয়া উপদেষ্টাদের নাম প্রকাশ করবেন? লক্ষণীয় হলো, এটা এখন শুধু নাহিদ ইসলাম-সারজিস আলম অর্থাৎ এনসিপির আর উপদেষ্টাদের মধ্যকার 'দ্বিপক্ষীয়' কোনো বিষয় নয় দেশের রাজনীতিসচেতন মানুষেরাও এতে ইনভলভ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আসল ঘটনাটা জানতে চান। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির স্বার্থে 'নিজেদের আখের গোছানো' এবং 'সেফ এক্সিট' নিতে চাওয়া সবার নাম দ্রুতই প্রকাশ করা হবেএটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শুধু 'স্যার' বলে সম্বোধন করাকেই গ্রাহকসেবা বলে না

ঢাকা ঃ এলিফ্যান্ট রোডে জুতা কোম্পানির নামে নামকরণ হওয়া সিগন্যালে বিখ্যাত এক জুতার দোকানে গিয়েছি। বিল করার সময় দেখা গেল, দোকানের প্রতিনিধি সর্বমোট বিল এবং কতগুলো আইটেম হলো সেটি বলছেন। মনিটরে বিলগুলো গ্রাহকের দেখার সুযোগ নেই। কারণ, স্ক্রিন দোকানের প্রতিনিধির দিকে ফেরানো। এর মধ্যে আবার ফোন নম্বর চেয়ে নিলেন। বের হওয়ার সময় রিসিট চাইলে কণ্ঠে ব্যাপক 'আধুনিক' সুর এনে বললেন, 'রিসিট আপনার মোবাইলে চলে গেছে।'

মেসেজে দেখা গেল, রিসিটের লিংক দেওয়া আছে, অর্থাৎ ইন্টারনেট না থাকলে বিলগুলো দেখা যাবে না। এ রকম অত্যাধুনিক বিপণিবিতানের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে বিল দেখা তো দূরে থাক, লজ্জায় মুখ দেখানোই কঠিন হয়ে যাবে। ক্লিক করে দেখা গেল, চার হাজার টাকার জুতার দাম আট হাজার চলে এসেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, সঙ্গে রাখা অন্য একটি জুতার দাম চার হাজার হলেও বিল করা জুতার দাম আট হাজারই।

যে বিক্রয় প্রতিনিধি জুতা দিয়েছেন, তিনি জানান, দেখানোর সময় চার হাজার টাকার জুতার দাম বলা হলেও পছন্দ হয়ে যাওয়ায় অন্যটির দাম বলেননি, কারোরই আর দামের ট্যাগটিও দেখা হয়নি। কাউন্টার থেকে বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই স্যার, আপনি অন্য জুতাটি নিয়ে আসুন।' আধুনিকতার এ এক সুবিধা। সব গ্রাহককে 'স্যার' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু অন্য জুতাটি নিয়ে আসার পর বলা হলো, 'আমাদের টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম নেই। বাকি চার হাজার টাকার অন্য কিছু কিনতে হবে।'

বললাম, 'আমি তো কাউন্টার থেকে পণ্য নিয়ে বেরই হইনি, এটা তো ফেরত দেওয়া না। এটা তো ভুল করে এক জুতা বলে অন্য জুতা নেওয়া।' প্রতিটি বাক্যের শেষে 'স্যার' যুক্ত করে তিনি বলে চললেন, 'আমাদের কিছুই করার নেই স্যার, এটা কোম্পানির পলিসি।' পরবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে টাকা ফেরত পেয়েছি কিন্তু একজন গ্রাহকের জন্য পরবর্তী যেকোনো পদক্ষেপ চিন্তা করাটাই অপ্রয়োজনীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত।

গ্রাহক 'স্যার' শোনার আগে চান তাঁদের অর্থের বিনিময়ে কেনা পণ্য বা পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক অধিকার। শুধু 'স্যার' কিংবা 'ম্যাডাম' সম্বোধন করে কথা বললেই গ্রাহকসেবা হয়ে যায় না।

এবার চলে আসা যাক কাঁটাবন মোড়ের সুবিশাল ফেব্রিকস ও টেইলার্সের দোকানে। সেখান থেকে শার্ট কেনার পর গিফট রিসিট চাওয়া হলো। গিফট রিসিট এখন মোটামুটি মানের সব দোকানের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। যাকে গিফট দেওয়া হলো, তিনি চাইলে যেন পরিবর্তনবিশেষ করে শার্টের সাইজ ছোট-বড় করতে হলে এ সুবিধা বলতে গেলে আবশ্যক। কিন্তু বিক্রয়কর্মী বললেন, 'সরি স্যার, আমরা গিফট রিসিট দিই না, আপনি যাঁকে দেবেন, ওনাকে মানি রিসিটটা নিয়ে আসতে বলবেন।' 'গিফটের সঙ্গে মানি রিসিট দেব?' এ প্রশ্ন করতেই অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি নিয়ে তিনি বললেন, 'কোম্পানির পলিসি স্যার, আমাদের কিছুই করার নেই।'

এবার একটি ব্যাংকের গ্রাহকসেবার কথা বলি। ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের জন্য ওনারা সিলগালা করে পাসওয়ার্ড পাঠিয়েছেন, যেটি কাজ করছে না। কাছের ব্রাঞ্চে গিয়ে জানাতেই প্রথমে বললেন, 'আপনার অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত স্যার।' ওনার দুঃখমিশ্রিত 'স্যার' সম্বোধন শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। 'এখন কী করতে পারি' জিজ্ঞেস করতেই সমাধান দিলেন, 'আপনি ৫০০ টাকা দিয়ে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবেন।' আমি বললাম, 'পরিবর্তন কেন, আমি তো আপনাদের দেওয়া পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে পারছি না।' স্যুটটাই পরা ভদ্রলোক সাফ জানিয়ে দিলেন, 'সরি স্যার, এটিই আমাদের ব্যাংকের পলিসি।'

মতিঝিলে থাকা এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কথাই বলা যাক। রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানে আপনি যদি প্রবেশ পাস নিতে যান, রিসেপশনের লোকজনের সঙ্গে কথা হলে মনে হবে, পাস নয় যেন নিজের গোটা মাসের বেতন আপনার হাতে তুলে দিচ্ছেন। যে প্রতিষ্ঠানে এত এত সুযোগ্য মানুষ কাজ করেন, সে প্রতিষ্ঠানের রিসেপশনে কী ধরনের মানুষ থাকা উচিত, সেটি নিশ্চয়ই এ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বোঝেন। অথচ পদক্ষেপ নিলে সচিবালয়ের মতো পাস দেওয়ার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয় করে ফেলা যায়।

বাইরের বহু সুপারশপ আছে যেখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া পণ্য ফেরত দিলে পুরো টাকা ফেরত দেবে। ডেলিভারি দেওয়ার তারিখে পণ্য হাতে না পাওয়ায় অ্যামাজনকে জানালে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ডেলিভারি দেয়। দুই দিন পর দেখা গেল একই পণ্যের দুই কপি বাসায় এসে হাজির।

এসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রাহক সন্তুষ্টি অনেক বড় ব্যাপার। অন্য দেশের সিস্টেম হুবহু হয়তো আমাদের দেশে কাজ করবে না কিন্তু কী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কী সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আমাদের সব জায়গায় গ্রাহক সন্তুষ্টি যেন 'ভিনগ্রহের কোনো ধারণা'। গ্রাহকদের অধিকার সুরক্ষায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ রয়েছে। আছে ২০২০ সালে প্রণীত বিধিমালা ও ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা ২০২১। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে ডিজিটাল রূপান্তর ঘটে চলছে, সেটির প্রভাব এসে পড়ছে সব ব্যবসাবাণিজ্য, সেবা-পরিষেবায়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসব বিধিবিধান যেমন হালনাগাদ করা প্রয়োজন, তেমনি আবার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন গ্রাহকসেবার মান বাড়াতে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণের।

বর্তমানের পরিবর্তিত বিশ্বে অসন্তুষ্ট গ্রাহক বাড়তে থাকায় বহু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেছে, যেটি কখনোই কাম্য নয়। গ্রাহক 'স্যার' শোনার আগে চান তাঁদের অর্থের বিনিময়ে কেনা পণ্য বা পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক অধিকার। শুধু 'স্যার' কিংবা 'ম্যাডাম' সম্বোধন করে কথা বললেই গ্রাহকসেবা হয়ে যায় না।

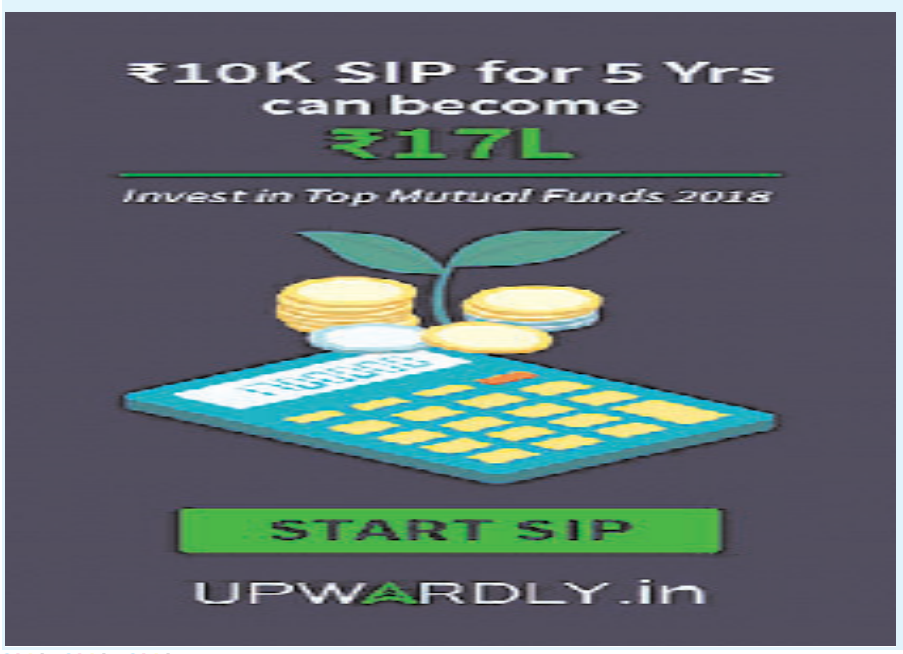

দারিদ্র্য হ্রাসে সাফল্য থাকলেও সমতা এখনো অধরা

ঢাকা (ডেভিড সি এঙ্গারম্যান) ঃ দক্ষিণ এশিয়ার ছয় অর্থনীতিবিদঅমর্ত্য সেন, মনমোহন সিং, রেহমান সোবহান, মাহবুব উল হক, লাল জয়াবর্ধনে, জগদীশ ভগবতীকেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়নতত্ত্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ বিষয়ে অ্যাপোসলস অব ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক বই লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড সি এঙ্গারম্যান। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম ও জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক প্রতীক বর্ধন।

আমি একটি গল্প বলার চেষ্টা করছিলাম। এর মধ্যে ছিল কয়েকজন অর্থনীতিবিদের কাজের অনুসন্ধান। তাতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রায়ই শুনতে হয়েছে, হয়তো সৌজন্য করেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, 'কেন এই ছয়জন?' জবাবটা আমি স্পষ্টভাবে দিতে পারতাম না। তারপর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, ১৯৫০-এর দশকের দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতিবিদদের ক্ষেত্রে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটু গভীরে গিয়ে দেখি, দক্ষিণ এশীয় ছয়জন অর্থনীতিবিদ প্রায় একই সময়ে কেমব্রিজে পড়েছেন। ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে ভর্তি হয়ে ১৯৫৭ সালের মধ্যে সবাই স্নাতক সম্পন্ন করেন। তাঁরা ছিলেন বিশেষ প্রজন্মের মানুষ, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন জন্ম। প্রত্যেকে পরবর্তীকালে অসাধারণ ক্যারিয়ার গড়েছেনমাহবুব উল হক ও লাল জয়াবর্ধনে সরকারি প্রশাসনে, অমর্ত্য সেন ও জগদীশ ভগবতী একাডেমিক জগতে এবং মনমোহন সিং ও রেহমান সোবহান উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলি, রেহমান সোবহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পরে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে। বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এই ছয়জন শুধু সাফল্যের প্রতীকই ছিলেন না, তাঁদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনপথসবকিছুই ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁরা দেখিয়েছেন, অর্থনীতিবিদ হওয়ার অর্থ কত রকম হতে পারে।

নামটি বলতে পারেন কেমব্রিজের এক অভ্যন্তরীণ রসিকতা থেকে পাওয়া। ১৮২০-এর দশকে সেখানে কনভারসেশন সোসাইটি নামে ক্লাব ছিল। এর সদস্য ছিলেন ১২ জন। ওই সোসাইটির ডাকনাম হয়ে যায় দ্য অ্যাপোসলস (যিশুখ্রিষ্টের ১২ জন শিষ্যের দল অ্যাপোসলস হিসেবে পরিচিত ছিল)। আমার আলোচ্য ছয়জনের মধ্যে কেবল অমর্ত্য সেন ও লাল জয়াবর্ধনে সেই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমি অ্যাপোসলস শব্দটি রূপক অর্থেও ব্যবহার করেছি। এই অর্থনীতিবিদেরা উন্নয়ন মতবাদ প্রবর্তন ও প্রচার করেছেনসেই অর্থে।

প্রভাব বিস্তারে কেমব্রিজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু একমাত্র প্রভাব বিস্তারকারী নয়। অমর্ত্য সেন নিজেই বলেছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের পর কেমব্রিজে আসা ছিল কিছুটা হতাশাজনক। কারণ, তখনকার কেমব্রিজ অর্থনীতি গণিতভিত্তিক পদ্ধতি এড়িয়ে চলত। কিন্তু অর্থনীতি তখন ক্রমেই গণিতভিত্তিক হয়ে পড়ছিল। এটা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। প্রথম দিনই অমর্ত্য সেন ও মাহবুব উল হক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিতর্কের বিষয়বস্তু হলো কেন নিওক্ল্যাসিক্যাল ইকোনমিকস বা নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতি পড়তে হবে। হক হেসে বলেছিলেন, 'টুথপেস্টের দাম হিসাব করায় কার কী যায় আসে?' কিন্তু শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, এ তত্ত্বগুলো জানা দরকার, তবে তার খপ্পরে পড়া যাবে না। ছয়জনের বেশির ভাগেরই আগে থেকে শক্ত ভিত্তি ছিল। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়েই এসেছিলেন। কেমব্রিজে তাঁরা পরিচিতি ও কাঠামো পান। কিন্তু চিন্তায় তাঁরা স্বাধীন ছিলেন আগে থেকেই।

তেমনটা নয়। তাঁরা মূলত ভিন্ন পথে চলেছিলেন। ভারত গ্রহণ করেছিল আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পায়নের কৌশল। শ্রীলঙ্কা ঝুঁকেছিল রপ্তানিমুখী অর্থনীতিতে। পাকিস্তানও আংশিকভাবে রপ্তানিনির্ভর নীতি গ্রহণ করেছিল। কেউ দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, কেউ আবার বাণিজ্যকে উন্নয়নের চালিকা শক্তি ভেবেছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা সমরূপ দল ছিলেন না বরং মতের ভিন্নতার ভেতরেই তাঁদের অবিরাম সংলাপ চলেছে। ১৯৭০-এর দশক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে গণতান্ত্রিক করার সংগ্রাম চলছিল। এই ছয়জনই কোনো না কোনোভাবে এতে যুক্ত ছিলেন। জয়াবর্ধনে ও মনমোহন সিং ছিলেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কমিটিতে। মাহবুব উল হক কাজ করেছেন বিশ্বব্যাংকে। অমর্ত্য সেন ও জগদীশ ভগবতী একাডেমিক পর্যায়ে তাত্ত্বিক অবদান রেখেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অধিকতর ন্যায্য বৈশ্বিক অর্থনীতির কল্পনা করেছিলেন। সেই সময়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল আন্তর্জাতিক উন্নয়নচর্চার একপ্রকার পরীক্ষাগার। বাংলাদেশ তখন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এবং সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশ ছিল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারে নতুন ধারণার পরীক্ষাক্ষেত্র। আমি দুটি বড় চালিকা শক্তির কথা বলব। প্রথমত, তৈরি পোশাকশিল্পের উত্থান। এটি ছিল একই সঙ্গে নীতিগত সাফল্য ও বাজারব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, বিপুল প্রবাসী আয়বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। এই দুই উপাদান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে একীভূত করেছে। বৈশ্বিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ দক্ষতার সঙ্গে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছে।

আজকের দিনটি

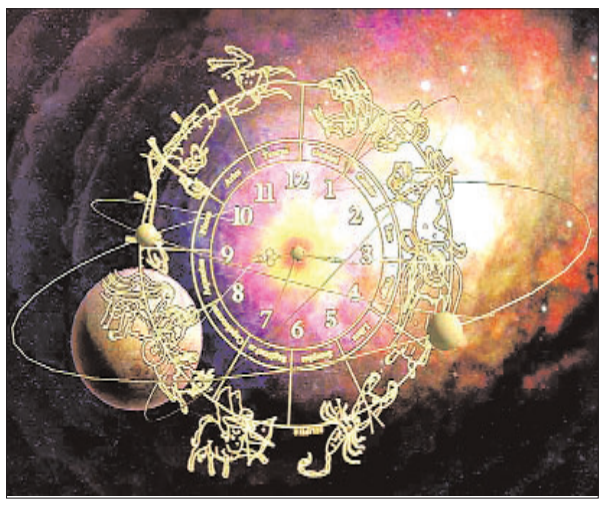

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নুয়াগ্রামে বাংলা যাত্রা, সংসার তোর পায়ে নমস্কার, মঞ্চস্থ হলো

বাংলা যাত্রা দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়লো

পোটকা ঃ কিছু কিছু গ্রামে আজও গ্রামের প্রাচীন সংস্কৃতি বাংলা যাত্রা কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে তার মধ্যে জুড়ি,খয়েরপাল,নুয়াগ্রাম,পড়া ভালকি,বুরুডি, এদল,শঙ্করদা প্রভৃতি গ্রাম অন্যতম।শুভ কোজাগরী লক্ষী পূজা উপলক্ষে বিগত ৭ ই অক্টোবর রাত্রি ৯.৩০ টায় নোয়াগ্রামে ভোগীরথ গিরি দ্বারা রচিত সামাজিক বাংলা যাত্রা ,,সংসার তোর পায়ে নমস্কার,,মঞ্চস্থ হলো।যাত্রার আগে কবি,লেখক ও সমাজসেবক সুনীল কুমার দে বললেন,,,আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই সব গ্রামের যাত্রা প্রেমী শিল্পীদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই।আজকের স্মার্ট ফোন ও আধুনিক যুগে নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখা অনেক বড় ধরণের চেলেঞ্জ।যারা পুরানো সংস্কৃতি ও ধারা কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারা সবাই ধন্যবাদের পাত্র তাদের কে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া উচিত।শিক্ষাবিদ শঙ্কর চন্দ্র গোপ বললেন,,,যাত্রা বা নাটক শুধু মাত্র মনোরঞ্জনের সাধন নয়।নাটক বা যাত্রার মাধ্যমে লোক শিক্ষা হয়,জন জাগরন ও সমাজ নির্মাণ হয়।তাই এই প্রাচীন যাত্রা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

যাত্রা পালায় পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করলেন,, দিলীপ দে,শৈলেন প্রামানিক,প্রশান্ত কুমার দে,তরুণ দে,প্রদীপ মুদি,স্বপন কুমার দে,বসন্ত দে,সুমন্ত দে,আতঙ্ক দে,রাহুল রায়,শিশির দাস মণ্ডল,প্রণব কুমার দে প্রমুখ ও স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করলেন,,প্রতিমা ঘোষ,মিঠু রায়,ভৈরবী চক্রবর্তী ও চম্পা রায়।কণ্ঠ সংগীতে সহযোগ করলেন ভাস্কর দে।সংকেত দাতা হিসাবে সহযোগ করলেন স্বপন দে ও অর্জুন মুদি।যাত্রা টিকে সঞ্চালন করলেন ডাক্তার জয়ন্ত কুমার দে ও নির্দেশনায় ছিলেন দিলীপ দে।অশ্রু সজল সামাজিক যাত্রা পালাটি সবার মন আকর্ষিত করলো।এই বাংলা যাত্রাটি দেখার জন্য সমাজ সেবী রণবীর সিং,বিজেপি নেতা উপেন্দ্র নাথ সরদার,পূর্ব মুখিয়া সাবিত্রী সরদার,অনিরুদ্ধ দে,বাদল চন্দ্র দে,ঝলধর দে,ডাক্তার জয়ন্ত কুমার দে,সরোজ কুন্ডু,জহর লাল দে,নীল কমল পাল,মধু সুদন ভট্টাচার্য্য,দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, তাপস মণ্ডল,মৃত্যুঞ্জয় গোপ,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,সুনীল কুমার দে,নিবারণ মুদি,জলধর,ক্ষিতিস পাল,গৌরাঙ্গ দে,সঞ্জয় সাহু,রাজকুমার সাহু,তরুণ মণ্ডল,সঞ্জয় মুদি,অশোক দে ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের অনেক যাত্রা প্রেমিক ও মা বোনেরা প্রচুর মাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোন দিকে

কলকাতা ঃ প্রায় আট দশক আগে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে জন্ম নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা আজও এক কঠিন ও জরুরি কাজ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দুই দেশের জনগণ এখনো ঘৃণা, সন্দেহ ও সামরিক উন্মাদনায় বন্দীযেন একে অপরের রক্ত দেখেই তারা আশ্বস্ত হতে চায়। এ বছরের ১৪–১৫ আগস্টে যখন দুই দেশ স্বাধীনতা উদ্যাপন করেছে, তখনো মে মাসের সীমান্ত সংঘর্ষের তীব্রতা কাটেনি। দুই পাশ থেকেই 'আমরাই জিতব' ধরনের বিদ্রূপাত্মক স্লোগান উঠেছে। যদিও অনেকেই ঘৃণার এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, তবু ভারত ও পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের বড় অংশই জানে না যে তাদের ইতিহাস এক ছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎও আসলে একসঙ্গে গড়া যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের নতুন ঢেউয়ের মুখে আমি এখানে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাব্য কিছু ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরতে চাই। শুধু ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়েই এখানে প্রায় ১৭০ কোটি মানুষ বাস করে। যদি বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালকেও ধরা হয়, তাহলে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০ কোটিতে।

সবচেয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হচ্ছেআমরা এখন যে অবস্থায় আছি, সেটাই আরও গভীরভাবে ও কঠিনভাবে টিকে থাকবে। হিন্দুত্ববাদ, উগ্র ইসলামবাদ আর বিদেশিবিদ্বেষী জাতীয়তাবাদের নানা রূপ তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি প্রভাবিত করবে।

ভারতের ক্ষেত্রে এর মানে হবেবিজেপি, আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) প্রভাব সমাজে আরও শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর মানে হবেসামরিক বাহিনীর ক্ষমতা আরও পোক্ত হবে, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো সেনাবাহিনীর ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, আর ধর্মীয় ডানপন্থী শক্তিগুলো রাস্তায় নেমে বড় আন্দোলন গড়ে তোলার সামর্থ্য অর্জন করবে। কিন্তু আমাদের এই বিপজ্জনক বাস্তবতাকে কখনোই স্থায়ী ধরে নেওয়া উচিত নয়।

ভারতে হিন্দিভাষী উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্য ভাঙতে হবে। কাশ্মীরি, নাগা, আদিবাসী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর ঐতিহাসিক নিপীড়ন স্বীকার করতে হবে এবং দক্ষিণ ভারতের প্রগতিশীল নেতাদের জন্য আরও জায়গা তৈরি করতে হবে।

দুই দেশেই রাষ্ট্রবিরোধী সহিংসতা আরও বাড়বে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চল বহুদিন ধরে নিপীড়নের শিকার, সেখানে এগুলো বাড়বে। 'সন্ত্রাস দমন'–এর নামে রাষ্ট্র আরও ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে। এর ফলে ঘৃণা, ভয় ও বিভাজনের রাজনীতি সমাজের একমাত্র চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে। সেখানে শান্তি, সহাবস্থান কিংবা মানবিক সংলাপের কোনো জায়গা থাকবে না।

তবু এই 'অধঃপতনের দৌড়'–এর গতি কিছু সময়ের জন্য থামাতে পারে যদি উদার বা মাঝারি ধারার রাজনীতি কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়। ভারতে এর অর্থ হতে পারে কংগ্রেস ও তার সহযোগী কয়েকটি ছোট দল ক্ষমতায় ফিরে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের কিছু দিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। পাকিস্তানে এর মানে হতে পারে বর্তমান 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থার' (অর্থাৎ সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের মিশ্র রূপ) বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক গণ–আন্দোলন দেখা দিতে পারে।

তবে এই উদার কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা গুরুতর। তারা প্রচলিত উন্নয়ন মডেলযা জমি কেড়ে নেওয়া, পরিবেশ ধ্বংস ও অন্ধ ভোগবাদে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছেতার কোনো বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিতে চায় না। ফলে এই মধ্যপন্থী প্রতিরোধও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিকবাদী ও অতি–ডানপন্থী শক্তিগুলো আরও গভীরভাবে রাষ্ট্রের ভেতরে শিকড় গাড়বে।

সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কিন্তু একমাত্র টেকসই ভবিষ্যৎ হতে পারেজনগণনির্ভর ঐক্যের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও যৌথ সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা। এটা তখনই সম্ভব, যখন শ্রমজীবী মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী প্রগতিশীল শক্তিগুলো একসঙ্গে আসবে। কাজটি সহজ নয়, কারণ দক্ষিণ এশিয়ার বাম ও প্রগতিশীল রাজনীতি এখন প্রায় নিস্তেজ অবস্থায় আছে। তবু আমাদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। স্থবির বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নতুন রাজনীতির স্বপ্ন দেখতে হবে।

এই নতুন রাজনীতির জন্য বামপন্থী ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলোর (যারা শ্রেণিসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি করে) দরকার জাতিগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলা। না হলে এমন কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি তৈরি হবে না, যা অতি ডানপন্থা ও উদার কেন্দ্রদুয়েরই আধিপত্য ভাঙতে পারে।

ভারতে হিন্দিভাষী উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্য ভাঙতে হবে। কাশ্মীরি, নাগা, আদিবাসী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর ঐতিহাসিক নিপীড়ন স্বীকার করতে হবে এবং দক্ষিণ ভারতের প্রগতিশীল নেতাদের জন্য আরও জায়গা তৈরি করতে হবে।

পাকিস্তানে বালুচ, পশতুন, গিলগিট–বালটিস্তানি, কাশ্মীরি, সিন্ধি ও সিরাইকি জনগণের জাতীয় প্রশ্নগুলোকে শ্রেণিনির্ভর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

সবশেষে দরকার একটি আঞ্চলিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থলাদাখ থেকে বালটিস্তান, দুই কাশ্মীর থেকে সিন্ধু ও রাজস্থান, দুই পাঞ্জাব থেকে ডুরান্ড রেখার দুই পাশের পশতুন, এমনকি সবচেয়ে নিপীড়িত বালুচ ও নাগাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন হিসেবে দেখা হবে।

শুধু এই মানবিক ঐক্যই পারে সাম্রাজ্যবাদের সব রূপকে ইতিহাসের আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলতে।

সম্পাদকীয়

ট্রাম্পকে যে কৌশলে বশে আনলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

২৫ সেপ্টেম্বর ওভাল অফিসে যা ঘটেছিল, কয়েক বছর আগে সেটা কল্পনা করাও যেত না। সেখানে এক পাশে বসেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও দেশটির সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। তাঁদের অপর পাশে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রশংসা করে অতিথিদের বলেন, 'খুব দারুণ মানুষ।' এ বছর হোয়াইট হাউসে এটিই ছিল মুনিরের দ্বিতীয়বারের মতো বৈঠক। কয়েক দশকের মধ্যে পাকিস্তানের কোনো সেনাপ্রধান এমন সুযোগ পাননি। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর এ সাক্ষাৎ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পরিবর্তনের বড় ইঙ্গিত। একসময়ের অবিশ্বস্ত ও সমাজচ্যুত দেশ থেকে আঞ্চলিক অংশীদার মর্যাদায় পাকিস্তানকে পুনর্বাসন। ট্রাম্প সেই একই প্রেসিডেন্ট, যিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে পাকিস্তানকে প্রকাশ্যেই কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, দেশটি 'মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়া' কিছু দেয়নি। পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দেওয়াও তিনি বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু এখন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সম্পর্ক ঘুরে গেছে।

বাইডেন প্রশাসনের সময় উপেক্ষার পাত্র হওয়া পাকিস্তানের সেনা নেতৃত্ব এখন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র–পাকিস্তান সম্পর্কের এ মোড় পরিবর্তন নতুন কোনো মূল্যবোধ বা বড় কোনো কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে হয়নি বরং এটি এমন কিছু কার্যকর পদক্ষেপের ওপর নির্মিত হয়েছে, যেটা সরাসরি ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মোহাম্মদ শরিফুল্লাহর গ্রেপ্তার। তিনি ২০২১ সালে কাবুলে অ্যাবি গেট বোমা হামলার মূল পরিকল্পনাকারী বলে অভিযুক্ত। ওই হামলায় মার্কিন ১৩ সেনা নিহত হয়েছিলেন। গত মার্চে সিআইএর তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে আটক করে। ট্রাম্পের জন্য এটি ছিল মার্কিন জনগণের সামনে পরিষ্কার বিজয় দেখানোর মতো একটি ঘটনা। ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে বিশৃঙ্খলভাবে সরে আসার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যর্থতাবোধ তৈরি হয়েছিল, তার বিপরীতে এ গ্রেপ্তার ছিল একটা সাফল্য। দ্বিতীয়টি ছিল ট্রাম্পের অহংবোধকে বুঝে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেটা খুশি করার কৌশল। মে মাসে ভারত–পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের পর ইসলামাবাদ অতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপকে শান্তি স্থাপনের কারণ হিসেবে স্বীকার করে। ওয়াশিংটনের জন্য সরাসরি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে কাজ করা সুবিধাজনক। কারণ, দেশটির প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে এটা সরাসরি যোগাযোগ। যদিও পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সমর্থকদের জন্য এটি উদ্বেগের বিষয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। নয়াদিল্লি যদিও ট্রাম্পের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান চতুরতার সঙ্গে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। একজন নেতা যিনি পররাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তিগতভাবে নেন, তাঁর জন্য তোষামোদ হলো খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতোই ব্যাপার। তৃতীয়ত, এখানে অর্থনৈতিক মধুও আছে। পাকিস্তানের বিরল খনিজ ও তেল অনুসন্ধান থেকে শুরু করে ট্রাম্পের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পসবকিছুর জন্য চুক্তি করা হচ্ছে। ট্রাম্প তাঁর নিজের বক্তব্যে বলেছেন, পাকিস্তানে 'বিশাল তেলের মজুত' রয়েছে। কিন্তু তাঁর এ দাবি জ্বালানিবিশেষজ্ঞদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। ট্রাম্পের এ বক্তব্য যতটা ভূতত্ত্ব বা জ্বালানিসংক্রান্ত, তার চেয়ে বেশি নতুন অর্থনৈতিক অংশীদারত্বসম্পর্কিত ইঙ্গিত। যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদকে (১৯ শতাংশ) ভারতের (৫০ শতাংশ) সঙ্গে তুলনায় অনেক কম শুল্ক ধার্য করেছে। মনে করা হচ্ছে পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকারের বিনিময়ে এ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের জন্য এই আমেরিকান আলিঙ্গন দেশটিকে বড় ধরনের কূটনৈতিক সুরক্ষা দেয়। এটি ইসলামাবাদকে ওয়াশিংটন বিরক্ত হবে কি না, এ ভয়ের বাইরে বেরিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাসী ভূ–অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার সুযোগ করে দেয়। সৌদি আরবের সঙ্গে সম্প্রতি প্রতিরক্ষা চুক্তি (আগের যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যেটিকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখত) করেছে পাকিস্তান। এটা সম্ভব হয়েছে পাকিস্তানের নেতৃত্ব হোয়াইট হাউসের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়ায়। এই নতুন স্বাধীনতা পাকিস্তানকে একই সঙ্গে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার সুযোগ দেয়। ফলে পাকিস্তান বিশ্বের এমন বিরল দেশের একটি, যারা বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে সমন্বয় করতে পারে। সাম্প্রতিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন–পাকিস্তান সম্পর্কের ঐতিহাসিক স্বাভাবিক স্তরে ফিরে যাওয়ার মতো। এ অংশীদারত্ব সব সময় সুবিধা ও সমস্যার মিশ্রণ হিসেবে ওঠানামা করেছে। শীতল যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের 'মিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত'। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সম্পর্ককে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তখন পাকিস্তানকে সোভিয়েত সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি দুর্গ হিসেবে দেখা হতো। ৯ / ১১পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের 'সামনের সারির দেশে' পরিণত হয়। কোটি কোটি ডলারের কোয়ালিশন সাপোর্ট ফান্ডের বিনিময়ে পাকিস্তানের এ সহযোগিতা কেনা হয়েছিল। তবে ড্রোন হামলা এবং ২০১১ সালে অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনকে আবিষ্কারের ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সেই তিক্ত সম্পর্কের যৌক্তিক সমাপ্তি দেখা গিয়েছিল। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা বাতিল করেছিল। বর্তমান উষ্ণ সম্পর্কও সেই একই চক্রের ওঠানামা। যৌথ আদর্শের কারণে নয় বরং নতুন পারস্পরিক স্বার্থের কারণেও সম্পর্ক আবার উষ্ণ হয়েছে। পেন্টাগন ও ল্যাংলির (সিআইএর সদর দপ্তর) ঝানু কর্মকর্তারা ভালো করেই জানেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের রাস্তাটি হলো রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদর দপ্তর। এমনকি যখন রাজনৈতিক সম্পর্ক চূড়ান্ত শীতল থাকে, তখনো দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক টিকে থাকে। মুনিরের বারবার যুক্তরাষ্ট্র সফর (প্রথমে জুনে হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজ, তারপর সেন্টকম কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সর্বশেষ ওভাল অফিস) এ বাস্তবতারও স্বীকৃতি। ওয়াশিংটনের জন্য সরাসরি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে কাজ করা সুবিধাজনক। কারণ, দেশটির প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে এটা সরাসরি যোগাযোগ। যদিও পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সমর্থকদের জন্য এটি উদ্বেগের বিষয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। যাহোক যুক্তরাষ্ট্র–পাকিস্তান সম্পর্কের এ পরিবর্তন বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। ২০ বছর ধরে ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এ ঐকমত্য ছিল যে চীনের উত্থানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে গণতান্ত্রিক ও কৌশলগতভাবে শক্তিশালী করবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্পের লেনদেনভিত্তিক সহযোগিতা সেই নীতিকে উল্টে দিয়েছে। রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর শুল্ক চাপানো এবং মে মাসের সংঘাতে পাকিস্তানের পাশে হোয়াইট হাউসের দাঁড়ানোর ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র তার দীর্ঘদিনের মিত্রকে ক্ষুব্ধ করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় নরেন্দ্র মোদি সাত বছরের মধ্যে প্রথমবার চীন সফর করেন।

বাগরাম বিমানঘাঁটি ফেরত চাইতে মরিয়া ট্রাম্প, তালেবান কী করবে

রুচি কুমার
সাংবাদিক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগানিস্তানের শাসক তালেবানের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে তারা যেন বাগরাম বিমানঘাঁটি ওয়াশিংটনের হাতে ফিরিয়ে দেয়। পাঁচ বছর আগে তিনিই তালেবানের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করেছিলেন, যা কাবুল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পথ সুগম করেছিল।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার (বাগরাম) ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে।' তিনি বলেন, 'আমরা এটা (তালেবানের হাতে) কিছু না নিয়েই দিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা সেই ঘাঁটি ফেরত চাই।'

এর দুই দিন পর ২০ সেপ্টেম্বর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি আরও সরাসরি হুমকি দেন, 'যদি আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে, যারা বাগরাম বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেছে, ফেরত না দেয়, তাহলে ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে!'

তালেবান ট্রাম্পের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে এটাই প্রথম নয় যে ট্রাম্প বাগরাম ঘাঁটি ফেরত নেওয়ার আগ্রহ দেখালেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট থেকে পরবর্তী সময়ে মুছে দেওয়া এক ব্রিফিংয়ে তাঁকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল, 'আমরা বাগরাম রাখতে চেয়েছিলাম। সেখানে একটি ছোট সেনাদল রাখতে চেয়েছিলাম।'

বাগরাম ঘাঁটি আসলে কী? কেন ট্রাম্প এটিকে এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছেন? এর কৌশলগত তাৎপর্য কী? আর যুক্তরাষ্ট্র কি এটি ফেরত পেতে সক্ষম?

বাগরাম বিমানঘাঁটি কী

মার্কিন সেনারা আফগানিস্তানের ঘাঁটি ছেড়ে আসার চার বছর পরও বাগরাম রয়ে গেছেন বিতর্কিত একটি জায়গা হিসেবে, যেটি আবার তালেবানের কাছ থেকে নিতে চাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন।

এই ঘাঁটিতে দুটি কংক্রিট রানওয়ে রয়েছেএকটি ৩ দশমিক ৬ কিলোমিটার (২ দশমিক ২ মাইল) দীর্ঘ অন্যটি ৩ কিলোমিটার (১ দশমিক ৯ মাইল)। কাবুল শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) দূরে অবস্থিত ঘাঁটিটি গত অর্ধশতকে আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ করা বিভিন্ন শক্তির জন্য ছিল এক কৌশলগত দুর্গ।

১৯৫০–এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠান্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রথম এটি নির্মাণ করে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর এক দশক তাদের দখলে থাকে ঘাঁটিটি। ১৯৯১ সালে নাজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর নর্দান অ্যালায়েন্স এটা দখল করে, পরে আবার তালেবানের হাতে যায়। ২০০১ সালে ন্যাটো আগ্রাসনের পর ঘাঁটিটি মার্কিন সেনাদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ধীরে ধীরে একটি কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ২০০৯ সালে ১০ হাজার মানুষের ধারণক্ষমতা ছিল প্রায় এর। মার্কিন সেনাদের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের রয়্যাল মেরিনসহ ন্যাটোর অন্য বাহিনীরাও এটি ব্যবহার করত।

এখানে একটি কুখ্যাত কারাগারও ছিল, যেখানে আফগান বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। ঘাঁটিতে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, সেনাদের থাকার ব্যারাক এবং এমনকি মার্কিন চেইন রেস্টুরেন্টপিৎজা হাট ও সাবওয়ের মতো প্রতিষ্ঠানও ছিল। ২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান থেকে সরে আসার সময় অস্ত্র–সরঞ্জামের বড় অংশ ধ্বংস করে ঘাঁটি খালি করে দেন। পরে স্থানীয় লোকজন অবশিষ্ট জিনিসপত্র লুট করেন এবং অবশেষে তালেবান সেটার দখল নেয়।

কেন ট্রাম্প বাগরাম ফেরত চান

ট্রাম্প প্রায়ই অভিযোগ করেছেন যে ২০২১ সালের তড়িঘড়ি করে সরে আসার সময় যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফেলে গিয়েছিল, যা কার্যত তালেবান ও অন্যান্য গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্পের আগ্রহের মূল কারণ সেসব অস্ত্র নয়, বরং ঘাঁটির কৌশলগত ও প্রতীকী গুরুত্ব। ক্রাইসিস গ্রুপের সিনিয়র বিশ্লেষক ইব্রাহিম বাহিস বলেন, 'এটি সব সময় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন এটি নির্মাণ করেছিল।' আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির কারণে এর আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। বড় আকারের সামরিক বিমান নামানোর মতো স্থান সেখানে খুবই সীমিত। বাগরাম আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমানঘাঁটি হিসেবে, সেই বিরল সুবিধা দেয়। কাবুলভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পিস স্টাডিজের (সিএনপিএস) নিরাপত্তা বিশ্লেষক হেকমতুল্লাহ আজামী বলেন, বাগরাম ঘাঁটিটি ২০০১ সালের পর ওয়াশিংটনের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' একটি 'গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' পালন করেছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে কুন্দুজে ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস পরিচালিত হাসপাতালে বোমাবর্ষণের ঘটনাও রয়েছে, যেখানে ৪২ জন নিহত ও অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মার্কিন বাহিনী স্বীকার করে এটি ছিল একটি ভুল। প্রেসিডেন্ট ওবামা এর জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তালেবানের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'এটি মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে দোহা চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছিল যে তারা আফগানিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না বা হুমকি দেবে না, কিংবা এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে তার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছেড়ে এলেও, চীনের আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন বাগরামের গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। আজামী বলেন, 'অগ্রাধিকারগুলো পরিবর্তিত হওয়ার পর এবং যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনকে এক নম্বর হুমকি হিসেবে দেখতে শুরু করল, তখন মূলত চীনের নিকটবর্তী অবস্থান ও এর তাৎপর্যের কারণে এই ঘাঁটি আবারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

বাগরাম চীনের সীমান্ত থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার (প্রায় ৫০০ মাইল) দূরে এবং শিনজিয়াংয়ে অবস্থিত চীনের নিকটতম ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা থেকে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কিলোমিটার (প্রায় দেড় হাজার মাইল) দূরে অবস্থিত। ট্রাম্পও বাগরাম ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে চাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চীনের প্রসঙ্গ তুলেছেন। লন্ডনে তিনি বলেছেন, 'ঘাঁটিটি সেখানে থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে, যেখানে (চীন) পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে।' গত ফেব্রুয়ারিতেও তিনি একই রকম দাবি করেছিলেন।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ট্রাম্পের মন্তব্যের পর চীনা কর্মকর্তারা পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন, 'আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার জনগণেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। উত্তেজনা সৃষ্টি এবং এ অঞ্চলে মুখোমুখি পরিস্থিতি তৈরি করা জনপ্রিয় হবে না।'

যুক্তরাষ্ট্র কি আবার বাগরাম ঘাঁটি দখল করতে পারবে

জেনেভাভিত্তিক সেন্টার অন আর্মড গ্রুপসের সহপরিচালক অ্যাশলি জ্যাকসন বলেন, 'তাত্ত্বিকভাবে, বাগরাম হলো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কৌশলগত ঘাঁটি, যা অঞ্চলটিতে শক্তি প্রদর্শনে সহায়ক।' তিনি আরও বলেন, এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানে সামরিক মিশন সমাপ্ত করার নীতির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা এবং ঘাঁটি ফেরত নেওয়ার জটিল প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন ও দীর্ঘায়িত হবে এবং এটি যে উভয় পক্ষের কৌশলগত স্বার্থে কাজে লাগবে, তা পরিষ্কার নয়।

আজামী ও বাহিস উভয়েই মনে করেন, তালেবানেরও বাগরাম ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রণোদনা নেই। আজামী বলেন, এমন পদক্ষেপ তালেবানের বৈধতাকে 'চূর্ণ করবে'।

বাহিস বলেন, এই গোষ্ঠী আফগানিস্তানে কোনো বিদেশি উপস্থিতি মেনে নেবে না, এমনকি বাগরাম ঘাঁটির ক্ষেত্রেও নয়। তালেবান আন্দোলন মূলত বিদেশি দখলদারত্ব ও প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছিল, বাহিস উল্লেখ করেন। এই গোষ্ঠী প্রায়ই যুক্তি দেখিয়েছে যে 'যতক্ষণ পর্যন্ত বিদেশি সেনারা এক মিটার মাটিও দখল করে রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ বা পবিত্র যুদ্ধ বাধ্যতামূলক।'

বাহিস বলেন, 'কোনো বিদেশি সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনায় বসা তাদের শক্তিকে ভেঙে ফেলবে এবং ব্যাপক হারে নিজেদের সদস্যদের আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে।'

তালেবান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

তালেবান খুব স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে এবং বারবার ট্রাম্পের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ২০২০ সালের দোহা চুক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, যা ট্রাম্প প্রশাসন তালেবানের সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিল।

তালেবানের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'এটি মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে দোহা চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছিল যে তারা আফগানিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না বা হুমকি দেবে না, কিংবা এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে তার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।'

ফিতরাতের এই মন্তব্য আসে ট্রাম্পের সেই হুমকির পর, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তালেবান বাগরাম হস্তান্তর না করলে আফগানিস্তানের জন্য 'খারাপ কিছু' ঘটবে।

যুক্তরাষ্ট্র কী করতে চায়

ঘাঁটি নিয়ে আলোচনায় তালেবানের অস্বীকৃতি এখন পর্যন্ত ট্রাম্পকে দমাতে পারেনি। বিশ্লেষকরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বাগরাম দাবিকে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সেন্টার অন আর্মড গ্রুপসের জ্যাকসন বলেন, 'এটি হতে পারে বড় কিছু দাবি করার কৌশল, যেমন বাগরাম এবং পরবর্তী সময়ে ছোট ও প্রতীকী কিছুতে মেনে নেওয়া, যেমন কিছু অস্ত্র ও সরঞ্জাম ফেরত আনা, যার কথা প্রেসিডেন্ট আগেও বলেছেন।'

২০২২ সালের একটি মূল্যায়নে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর (যা এখন যুদ্ধ দপ্তর নামে পরিচিত) স্বীকার করেছে যে আফগানিস্তানে প্রায় সাত বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের অস্ত্র ফেলে আসা হয়েছিল, যার বেশির ভাগই বর্তমানে তালেবানের দখলে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। আর যদি বাগরামের দাবি বড় ধরনের আলোচনার অংশ হয়, তবে সেটি তালেবানের জন্যও সুসংবাদ হতে পারে, বিশ্লেষকরা মনে করেন। আফগানিস্তানের শাসকেরা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুঁজছে আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সেই পথে একটি ধাপ। বাহিস বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা তালেবানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে প্রস্তুত।' তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আগের এমন উদাহরণগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেন, যেখানে ওয়াশিংটন যাদের শত্রু মনে করত, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা দেখিয়েছিলেন। এর মধ্যে সিরিয়ার আহমেদ আল–শারা, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার কিম জংউন রয়েছেন।

বাহিস আরও বলেন, 'তবে শেষ পর্যন্ত, ট্রাম্পের তালেবানের সঙ্গে ব্যবসা করার আগ্রহ নির্ভর করবে আলোচনার টেবিলে কী রয়েছে তার ওপর। তালেবান কী প্রস্তাব করতে পারে? এটি কি বেসরকারি বিনিয়োগ, খনিজ সম্পদ নাকি বাগরামের মতো সামরিক সম্পদ? আসলে কী প্রস্তাব দিতে পারে, সেটি দেখানোর দায়িত্ব তালেবানের।'

দক্ষিণাঞ্চলের পানির সংকট ঃ সমাধান কি অধরাই রয়ে যাবে

আল শাহারিয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা উপকূলীয় এলাকাগুলোয় সুপেয় পানির সংকট অত্যন্ত তীব্র। চারপাশে বিস্তীর্ণ জলরাশি থাকলেও কোনো পানিই পানযোগ্য নয়। এমনকি এই পানি গৃহস্থালির কাজেও ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। পানির সন্ধানে এখানকার মানুষ দূরদূরান্তে ছুটে বেড়ায়। চড়া দাম দিয়েও অনেক সময় পানযোগ্য পানি পাওয়া যায় না। নারীরা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে হেঁটে পানি সংগ্রহ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রের লোনাপানি খুব সহজে মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও তীব্রতা, যার ফলে উপকূলীয় বাঁধ ভেঙে কিংবা উপচে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হয়। অন্যদিকে, উজানের নদীগুলোয় স্বাদুপানির প্রবাহ মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া এবং নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে সমুদ্রের পানি দেশের অভ্যন্তরে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে।

এই প্রাকৃতিক কারণগুলোর পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণ হিসেবে আশির দশকে 'ব্লু গোল্ড' বা 'সোনালি সম্ভাবনা' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া চিংড়ি চাষ এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। অধিক মুনাফার লোভে হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে পরিকল্পিতভাবে লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে চিংড়িঘের তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে আর্থিক সচ্ছলতা আনলেও দীর্ঘ মেয়াদে মাটির উর্বরতা চিরতরে নষ্ট করে দিচ্ছে, স্বাদুপানির ভূগর্ভস্থ স্তর দূষিত করছে এবং মিঠাপানির প্রাকৃতিক আধারগুলো ধ্বংস করছে।

এই সংকট কেবল পানীয় জলের অভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক বিপর্যয়ও সৃষ্টি করেছে। লবণাক্ত পানি ব্যবহারে চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে, বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন এবং মেয়েরা শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ছে। এই সংকট মোকাবিলায় গত কয়েক দশক ধরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন থেকেই যায়। ষাটের দশকে উপকূলীয় জনগণকে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে পোল্ডার বা বাঁধ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'কোস্টাল এমব্যাঙ্কমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সিইআইপি)'–এর মতো বড় প্রকল্পের মাধ্যমে সেই বাঁধগুলোকে আরও উঁচু ও শক্তিশালী করা হয়েছে।

নব্বইয়ের দশক থেকে ব্র্যাকের মতো বেসরকারি সংস্থা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) উদ্যোগে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং) জন্য ট্যাংক স্থাপন শুরু হয়, যা একটি জনপ্রিয় কমিউনিটিভিত্তিক সমাধান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর পাশাপাশি, মিঠাপানির আধার হিসেবে পুকুর পুনঃখনন এবং পানি পানের উপযোগী করতে পুকুর–বালি ফিল্টার (পিএসই) স্থাপনের মতো স্থানীয় প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে গত দশকে, বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌরশক্তিচালিত রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্ট স্থাপন করে লবণাক্ত পানিকে সুপেয় পানিতে রূপান্তরের আধুনিক প্রযুক্তিও আনা হয়েছে।

কিন্তু এই প্রশংসনীয় উদ্যোগগুলো বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিটি সমাধানই সমস্যার কোনো একটি দিক নিয়ে কাজ করে, কিন্তু সামগ্রিক চিত্রকে বদলে দিতে পারে না। কমিউনিটিভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা কেবল বর্ষা মৌসুমের কয়েক মাসের জন্য কার্যকর থাকে।

শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারি–মে), যখন পানির চাহিদা ও লবণাক্ততা দুটোই সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তখন সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, পুকুর বা পিএসই ব্যবস্থাগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ, একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস মুহূর্তেই মিঠাপানির একমাত্র আধারটিকে লবণাক্ত করে তুলতে পারে। সবচেয়ে আধুনিক সমাধান হিসেবে পরিচিত আরও প্ল্যান্ট প্রযুক্তিগতভাবে কার্যকর হলেও এর অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা প্রকট। এর স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিশেষ করে ফিল্টার মেমব্রেন পরিবর্তনের খরচ এতটাই বেশি যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই পানি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর চেয়েও বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, এই প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বর্জ্য বা ঘন লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে নিষ্কাশন না করায় তা স্থানীয় পরিবেশে মিশে দূষণ আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করছে। একইভাবে, উপকূলীয় বাঁধগুলো বন্যা থেকে সুরক্ষা দিলেও পোল্ডারের ভেতরে আটকে পড়া লবণাক্ততা দূর করতে বা স্বাদুপানির জোগান দিতে পারে না, ফলে মানুষ 'রক্ষিত কিন্তু অবরুদ্ধ' অবস্থায় জীবনযাপন করে। মূল সমস্যাটি হলো আমাদের প্রকল্পভিত্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানসিকতা। আমরা সংকটকে একটি সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসেবে না দেখে আলাদা আলাদা সমস্যা হিসেবে বিচার করছি। এর পেছনের মৌলিক দুর্বলতাগুলো হলো ঃ

প্রথমত, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের তীব্র অভাব। প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে কাজ করায় কোনো উদ্যোগই পূর্ণাঙ্গতা পায় না। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির নিজস্ব সমাধানকে উপেক্ষা করে ব্যয়বহুল প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের দিকে ঝোঁকা। ম্যানগ্রোভ বন তৈরি, জলাভূমি সংরক্ষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনার মতো প্রাকৃতিক উপায়গুলো আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় জ্ঞান ও অংশগ্রহণকে উপেক্ষা করা। যে নারীরা প্রতিদিন পানির জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে নীতিমালা প্রণয়নের সময় গুরুত্বই দেওয়া হয় না, ফলে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমাধান ব্যর্থ হয়। সবশেষে, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আধিক্য। বেশির ভাগ উদ্যোগই প্রকল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকারিতাও হারিয়ে ফেলে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কোনো একক জাদুকরি সমাধান নেই। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত, প্রকৃতিভিত্তিক ও জনগণকেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

আশার কথা হলো, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত শতবর্ষী 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এই পথের একটি যুগান্তকারী রূপরেখা, যার অধীনে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় নদী খনন, স্বাদুপানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং কৌশলগতভাবে পোল্ডার ব্যবস্থাপনার মতো উদ্যোগগুলো দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা জরুরি। শুধু কংক্রিটের বাঁধ নয়, 'গ্রে' (কংক্রিটভিত্তিক) ও 'গ্রিন' (প্রকৃতিভিত্তিক) অবকাঠামোর একটি সুষম সমন্বয় ঘটাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পোল্ডারের ভেতরে নিয়ন্ত্রিতভাবে স্বাদুপানি ঢুকানো এবং পলি ব্যবস্থাপনার জন্য 'টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট' (টিআরএম)–এর মতো কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, যা শুধু পানির সংকটই মোকাবিলা করবে না, বরং পলি জমিয়ে ভূমির উচ্চতাও বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি, বৃষ্টির পানি ও বর্ষার মিঠাপানিকে পরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভে রিচার্জ করার জন্য 'ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (এমএআর)' প্রযুক্তি শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির একটি নির্ভরযোগ্য ভূগর্ভস্থ আধার তৈরি করতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পাব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শ্যামকানু মহন্ত এবং গৌরব গগৈর মধ্যে সম্পর্ক বুন্দিয়া ভুজিয়ার মত বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

যার পরিবারের ৩ জন সদস্য বিদেশী তিনি কিভাবে জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার অসমীয়া ভারতীয়র আবেগ বুঝতে পারবেন বলে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সিঙ্গাপুরে নর্থইস্ট ফেস্টিভালের আযোজক শ্যামকানু মহন্তের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সুসম্পর্ক রয়েছে বলে বিরোধী পক্ষের তরফে ব্যাপক প্রচার চলছে। এর জবাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নয় বরং গৌরব গগৈর সঙ্গে শ্যামকানু মহন্তের সুসম্পর্ক রয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন শ্যামকানু মহন্ত এবং গৌরব গগৈর মধ্যে সম্পর্ক বুন্দিয়া ভুজিয়ার মত ছিল। এছাড়া যার পরিবারের ৩ জন সদস্য বিদেশী তিনি কিভাবে জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার অসমীয়া ভারতীয়র আবেগ বুঝতে পারবেন বলে প্রশ্ন করেছেন তিনি।

অসমের হৃদয়ের আপন শিল্পী জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এই সংক্রান্তে এসআইটির তদন্তে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন শ্যামকানু মহন্ত সহ আরো তিনজন। তবে এবার শ্যামকানু মহন্তের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা শাসক পক্ষের ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলে বিরোধী পক্ষের নেতারা অভিযোগ উত্থাপন করছেন। এমনকি রাজ্য সরকারের তরফে শ্যামকানু মহন্তকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। উল্লেখ্য এরই মধ্যে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শ্যামকানু মহন্তর বেশ কয়েকটি ছবি আনুষ্ঠানিক ভাবে সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার সঙ্গে অনেকের ছবি রয়েছে বলে উল্লেখ করে সারা রাজ্যে এক কোটি ব্যক্তির সঙ্গে তার সেলফি রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটিতে অরুণোদয় প্রকল্প ৩.০ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি সাংবাদিকদের বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শ্যামকানু মহন্তর ভালো সম্পর্ক ছিল না। বরং সাংসদ গৌরব গগৈর সঙ্গে শ্যামকানু মহন্তের সবথেকে বেশি ভালো সম্পর্ক ছিল। লোকসভা নির্বাচনের সময় গৌরব গগৈর সামাজিক মাধ্যমে করা মন্তব্য দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। এমনকি সেই সময়ে সামাজিক মাধ্যমে থ্যাংক ইউ কানু বলে গৌরব গগৈ টুইট করেছিলেন। তিনি সেটা কোনদিনও করেননি। ফলে শ্যামকানু মহন্ত এবং গৌরব গগৈর মধ্যে সম্পর্ক বুন্দিয়া ভুজিয়ার মত ছিল। তবে শ্যামকানুর দাদার সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। তার দাদা রাজ্যের ডিজিপি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হলে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবেই। কিন্তু তার বুন্দিয়া ভুজিয়ার মত সম্পর্ক ছিল না।

তিনি বলেন একমাত্র শ্যামকানু মহন্ত এবং গৌরব গগৈ বুন্দিয়া ভুজিয়া। নির্বাচনের সময় টুইট গুলো দেখলেই সবকিছু বোঝা যাবে। তিন গগৈ সম্পর্কে শ্যামকানু মহন্তের টুইট গুলো দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। সাংবাদিকদের এই টুইট গুলো পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গৌরব গগৈর সঙ্গে শ্যামকানু সম্পর্ক ভালো অথচ সেটা তিনি উল্টো তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। কয়দিন পর তিনি হয়তো বলবেন যে তার সন্তানদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক বেশি ভালো। তারা কিভাবে ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে গেল সেটা তিনি জানেন না। কারণ হিমন্ত দাদা সেটা করে দিয়েছেন বলে হয়তো গৌরব গগৈ দুইদিন পর এই অভিযোগ উত্থাপন করবেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ২০২৬ সালে গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জুবিনকে ন্যায় দেবেন বলে করা মন্তব্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিলেন সাংবাদিকরা। এই সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই মন্তব্যের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে গৌরব গগৈর জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া গৌরব গগৈ জুবিনকে কি ন্যায় দেবেন। জুবিন গর্গ অসমিয়া ভারতীয় ছিলেন। গৌরব গগৈ নিজের দুই সন্তানকে বিদেশি করে রেখেছেন। তিনি অসমীয়া ভারতীয় মনের আবেগ কি বুঝবেন। নিজের সন্তানকে বিদেশি বানিয়ে গতকাল ভারতীয় পতাকা হাতে নিয়ে দেখাচ্ছিলেন। আগে নিজের সন্তানের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন এতদিন এই বিষয় নিয়ে এত সমালোচনা হওয়ার পরেও গৌরব গগৈ নিজের সন্তানের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করেননি। ঠিক আছে এই বিষয়টিতে ভুল হয়ে যেতে পারে। ভুল করে সন্তানের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করা হতে পারে। এখনতো সন্তানের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করার প্রযোজন ছিল। যেহেতু তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন ফলে যদি ভুল করেও নিজের সন্তানকে ব্রিটিশ নাগরিক করেছেন এখন অন্তত পক্ষে তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে রূপান্তর করা উচিত ছিল। এই ধরনের ঘোষণা করা উচিত ছিল তার। অর্থাৎ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে চার জন ব্যক্তি থাকবে না। গৌরব গগৈ ভারতীয় এবং বাকি তিনজন সদস্য বিদেশী নাগরিক। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কোনো অফিসার তার বাড়িতে যাবেন না। বিতর্ক শুরু হওয়ার চার মাস সময় পেরিয়ে গেছে। নিজের সন্তান দুটোকে এখন অন্তত ভারতীয় নাগরিক করে নেওয়া উচিত ছিল। যে নিজের সন্তানদের বিদেশি নাগরিক করেছেন সেই ব্যক্তির তাকে কিংবা অন্য কাউকে সমালোচনা করার কোনো অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উস্কানিমূলক মন্তব্য করার জন্য গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে এফআইআর রজ্জু করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সিএএ আন্দোলনের সময় যেভাবে করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে একটি আনোনিমাসে মামলা রজ্জু করে গন্ডগোল সৃষ্টি করাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুংকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের কিংবদন্তি শিল্পী মহানায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে প্রত্যেকে সরব হয়ে উঠেছেন। রাজ্য সরকারের তরফে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবহেলা না করে তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। তবে এরই মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ গৌরব গগৈ এই সংক্রান্তে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার জন্য গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে এফআইআর রজ্জু করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সিএএ আন্দোলনের সময় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল ঠিক সেইভাবে একটি আনোনিমাস মামলা রজ্জু করে গন্ডগোল সৃষ্টি করাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুংকার দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের স্পন্দন অসম সম্পদ জুবিন গর্গের তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে অনবরতভাবে অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছে বিরোধী পক্ষ। এর পাশাপাশি জুবিনের অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত হয়ে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে বলেও প্রচার করা হচ্ছে। তবে জুবিনকে ন্যায় প্রদানের ক্ষেত্রে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ বিস্ফোরক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন এভাবে অন্য রাজ্যতে কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে মানুষ উগ্র হয়ে দোকানপাট ভেঙ্গে দিতেন আগুন জ্বালিয়ে দিতেন। এই পরিস্থিতিতে মানুষের আবেগিক হওয়া স্বাভাবিক। তবে জুবিনের অনুরাগীরা কাউকে আক্রমণ করা, টায়ার জ্বালানো, দোকানপাট ভেঙ্গে দেওয়া, আগুন লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি করেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এবার গৌরব গগৈর এই মন্তব্যকে উস্কানি মূলক মন্তব্য বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটিতে তিনি বলেন গৌরব গগৈ যেদিন বলেছিলেন অন্য রাজ্য হলে দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হতো সেটা সম্পূর্ণভাবে এক উস্কানিমূলক বক্তব্য। তিনি বলেছেন অন্য রাজ্যে শিল্পীর মৃত্যু হলে দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুযায়ী রাজ্যের দোকানপাট জ্বালিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ দোকান খুলে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের তিনি খারাপ পান। শ্রম করে থাকা ব্যক্তিদের খারাপ পান তিনি। এর জন্য এবার তার বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিস্টার করা হবে। তিনি যেভাবে বললেন দোকান পাট জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। পরোক্ষভাবে তিনি বলছেন রাজ্যের দোকান পার্ট গুলো জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত। দোকান খুলে ব্যবসা করা এই ব্যক্তিদের সঙ্গে গৌরব গগৈর কি শত্রুতা রয়েছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন জুবিনের মৃত্যুর পর সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি আনোনিমাস মামলা রজ্জু করা হবে। যারা এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য করেছেন তাদের এই মামলার অধীনে আনা হবে। এক্ষেত্রে গৌরব গগৈও মামলার আওতায় থাকবেন এবং তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। সিএএ আন্দোলনের সময় রাজ্য সরকার যেভাবে একটি আনোনিমাস মামলা রজ্জু করেছিল ঠিক একই ভাবে এই সংক্রান্তে একটি আনোনিমাস মামলা রজ্জু করা হবে। যারা বিমানবন্দরে, সরুসজাই স্টেডিয়ামে অথবা অন্যান্য এলাকায় গন্ডগোল সৃষ্টি করেছিলেন তাদের এই মামলার আওতায় আনা হবে। যারা গন্ডগোল করেছিলেন কেউ রেহাই পাবেন না। অসমকে নেপাল অর্থাৎ রাজ্যে নেপালের মত পরিবেশ গড়ে তোলা হবে বলে যারা মন্তব্য করেছিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

ব্যাংকের একাউন্টে কোটি টাকার উপর লেনদেন করা জুবিনের দুই পিএসও পুলিশ জওয়ান নিলম্বিত, শ্যামকানু মহন্তের স্ত্রী স্বামীকে বইয়ের ভিতরে লুকিয়ে চিঠি দেওয়ার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে সিআইডি কার্যালয়ে চাঞ্চল্য, শ্যামকানুকে এবার জেরা ইডির

মানুষটির সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল সেটা জানতে হবে, বিচার ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে মন্তব্য স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গের, জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা রূপকমল কলিতা এসআইটির জেরার সম্মুখীন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের সম্পদ জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নিযোজিত এসআইটির জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। জুবিনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করছে এঈ তদন্তকারী সংস্থা। তবে ব্যাংকের একাউন্টে কোটি টাকার উপর লেনদেন করা জুবিনের দুই পিএসও পুলিশ জওয়ানকে নিলম্বিত করেছে সরকার। শ্যামকানু মহন্তের স্ত্রী স্বামীকে বইয়ের ভিতরে লুকিয়ে চিঠি দেওয়ার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে সিআইডি কার্যালয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে এবার সিআইডি কার্যালয়ের ভিতরেই তাকে জেরা করছে ইডি। মানুষটির সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল সেটা জানতে হবে বলে উল্লেখ করে বিচার ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ। এছাড়া সিঙ্গাপুর থেকে রাজ্যে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হয়েছেন জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা রূপকমল কলিতা। জুবিনের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে জড়িত থাকা বিভিন্ন ব্যক্তিদের জেরা করে চলেছে এসআইটি। এরই অংশ হিসেবে তার পিএসও হিসেবে কর্মরত হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরা নামের দুই পুলিশ জওয়ানকে জেরা করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিস্ফোরক তথ্যের সন্ধান পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। পুলিশের বিশেষ শাখার হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্যের একাউন্টে ৭৫ হাজার টাকা এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরার ব্যাংকের একাউন্টে ৪৫ হাজার টাকার লেনদেন হয়েছে বলে জানতে পেরেছে এসআইটি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পারিশ্রমিক পাওয়া বাবদ নগদ টাকা জুবিন তার দুই দেহরক্ষীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য জুবিনের কাছে যাওয়া ব্যক্তিদের তার দুই পুলিশ কর্মীর একাউন্ট থেকে ইউপিআই এর মাধ্যমে টাকা দিতেন জুবিন গর্গ। তবে পিএসও হিসেবে দায়িত্বে থাকা দুইজন পুলিশ জওয়ানের ব্যাংকের একাউন্টে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লেনদেন হওয়ার জন্য হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জুবিনের মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় সিঙ্গাপুরের আট জন প্রবাসী অসমীয়া তার সঙ্গে ছিলেন। প্রত্যেককে ৬ অক্টোবর এর মধ্যে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নোটিশ জারি করেছিল এসআইটি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বারংবার এই আটজন প্রবাসী অসমীয়দের তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য রাজ্যে এসে হাজির হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সাড়া দেননি। বরং সিঙ্গাপুর পুলিশ তাদের আসতে বারণ করেছে কিংবা রাজ্যে এলে তাদের চাকরি চলে যাবে এই ধরনের অজুহাত দিচ্ছেন। তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম রূপকমল কলিতা মঙ্গলবার বেলা ১২১০ নাগাদ সিআইডি কার্যালয় এসআইটির জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছেন। তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখে জুবিনের মৃত্যুর সময় প্রতি মিনিটের বর্ণনা করেছেন তিনি। ছয় ঘন্টা জেরার সম্মুখীন হয়ে সন্ধ্যা ছটার পর তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এসআইটি। তবে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে পুলিশের গাড়ির ভিতরে তাকে সিআইডি কার্যালয় থেকে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে জুবিনের মোবাইল হাতে পাওয়ার পর তিনি যার যার সঙ্গে কথা বলেছেন কিংবা যাদের মেসেজ করেছেন প্রত্যেককে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করছে এসআইটি। সিদ্ধার্থ শর্মার গাড়ির চালক, ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া গায়িকা অমৃতপ্রভা মহন্তের বড় ভাই এবং তার স্ত্রী, জুবিনের একাংশ সহশিল্পী, তাদের বাড়িতে কাজের জন্য নিযোজিত যুবক সহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। শ্যামকানু মহন্তের গ্রেফতারের পর থেকে তার স্ত্রী অনিতা ডেকা মহন্ত প্রতিদিন সিআইডি কার্যালয়ে এসে স্বামীর জন্য জামা কাপড় ইত্যাদি পাঠানোর প্রচেষ্টা করেছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিন তিনি স্বামীর জন্য অপূর্ব কুমার শইকীয়ার লেখা বেংছটা নামের একটি বই নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই বই পরীক্ষা করে সেটার ভিতর স্বামীর জন্য লেখা একটি চিঠি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সিআইডি কার্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষীরা। সেই চিঠিতে সনাতন ধর্মের কিছু শ্লোক লেখা ছিল। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সিআইডি কার্যালয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অবশেষে সেই চিঠি জব্দ করে অনিতা ডেকা মহন্তকে সিআইডি কার্যালয় ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের দেখে হাসিমুখে সেই স্থান ত্যাগ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির খোলাসার পর এবার সিআইডি কার্যালয়ে শ্যামকানু মহন্তকে জেরা অব্যাহত রেখেছে ইডি। এদিন সন্ধ্যায় এই তদন্তকারী সংস্থা তার যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সংক্রান্তে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এদিকে জুবিনের স্বপ্নের ছবি রৈ রৈ বিনালের শুটিং এদিন থেকে ফের শুরু করা হয়েছে। গুয়াহাটির রয়েল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির চত্বরে এই ছবির বাকি থাকা শুটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। শুটিংয়ের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন মানুষটির সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল সেটা জানতে হবে। সেটা জানার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এভাবে কেন এবং কি পরিস্থিতিতে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সেটা তিনি জানতে পারলেই জুবিন প্রকৃতার্থে ন্যায় পাবেন। সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়দের এখানে আসার ক্ষেত্রে অনীহা সংক্রান্তে তিনি বলেন প্রত্যেকের সহযোগিতা করা উচিত। জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। বর্তমান তার স্বামীর মৃত্যুর তদন্ত প্রক্রিয়া কিরে একটি ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিচার ব্যবস্থার উপর তার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেই তিনি স্বামী জুবিনকে ন্যায় দেওয়াতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ।

১ হাজার গোল না করে থামবেন না, জানিয়ে দিলেন রোনালদো

প্যারিস ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্যারিয়ার যতই শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে কৌতূহল। রোনালদো কি শেষ পর্যন্ত এক হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে পারবেন? এর আগে রোনালদো অবশ্য বলেছিলেন, 'এক হাজার গোল হলে ভালো, না হলে সমস্যা নেই।' কিন্তু এবার বললেন ভিন্ন কথা। রোনালদোর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে থামতে বললেও তিনি নিজে হাজারতম গোলের মাইলফলক না ছুঁয়ে থামতে চান না। আল নাসর ফরোয়ার্ড রোনালদো পর্তুগালের হয়ে ২২৩ ম্যাচে ১৪১ গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখন সর্বোচ্চ গোলদাতা। আর সব মিলিয়ে তাঁর গোল এখন ৯৪৬। চলতি মৌসুমেও আল নাসরের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ছয় ম্যাচে করেছেন ৫ গোল। সম্প্রতি হাঙ্গেরির বিপক্ষে ম্যাচে ৩৯তম গোল করে তিনি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায়ও যৌথভাবে শীর্ষে উঠেছেন।দুর্দান্ত ছন্দে থাকা রোনালদো এখন হাজারতম গোলের স্বপ্ন দেখতেই পারেন। মাইলফলক থেকে ৫৪ গোল দূরে দাঁড়ানো রোনালদো বলেছেন, মানুষ, বিশেষ করে আমার পরিবার বলে, তোমার এখন থেমে যাওয়ার সময় হয়েছে। তুমি সবকিছু অর্জন করেছ। এখন কেন আবার হাজার গোল করতে চাও? কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি এখনো ভালো খেলছি, আমার ক্লাব ও জাতীয় দলকে সাহায্য করছি। তাহলে কেন থামব?' রোনালদো আরও যোগ করে বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, যখন আমি খেলা থেকে বিদায় নেব, তখন সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করব। কারণ, আমি আমার সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। আমি জানি, আমার সামনে আর খুব বেশি বছর নেই, কিন্তু যতটুকু আছে, সেগুলো আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।' পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী রোনালদো মঙ্গলবার তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে আরেকটি ব্যক্তিগত সম্মান যোগ করেছেন। পর্তুগাল ফুটবল গ্লোবস অনুষ্ঠানে তিনি পেয়েছেন প্রেস্টিজ অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় রোনালদো বলেছেন, 'এটা আমার ক্যারিয়ার শেষের পুরস্কার নয়। আমি একে দেখি বছরের পর বছর ধরে আমার পরিশ্রম, নিবেদন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি হিসেবে। আমি জিততে ভালোবাসি, তরুণ প্রজন্মকে সাহায্য করতে পছন্দ করি। আর তারাও আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে আমি আমার স্তর বজায় রাখতে পারি এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারি। তরুণদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাটাই আমাকে রোমাঞ্চিত করে। আমি এখনো এই খেলাটির প্রতি গভীর আবেগ অনুভব করি।' আন্তর্জাতিক বিরতিতে রোনালদোর পর্তুগাল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলবে। ১১ অক্টোবর পর্তুগাল খেলবে আয়ারল্যান্ডের মাঠে। এরপর ১৪ অক্টোবর পর্তুগাল আতিথ্য দেবে হাঙ্গেরিকে। জাতীয় দলের প্রতি নিজের আবেগকে রোনালদো প্রকাশ করেন এভাবে, 'আমি প্রায়ই বলি যদি পারতাম, আমি শুধু জাতীয় দলের জন্যই ফুটবল খেলতাম। অন্য কোনো ক্লাবের হয়ে খেলতাম না। কারণ, জাতীয় দল হলো একজন ফুটবলারের সর্বোচ্চ শিখর ও সম্মানের প্রতীক। জাতীয় দলের জার্সি পরে খেলা আমার জন্য এক বিশাল সম্মান।' ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে রোনালদোর জন্য বিশ্বকাপ জেতার শেষ সুযোগ। রোনালদো বলেছেন, তাঁরা এখন ধাপে ধাপে এগোনোর ওপর জোর দিচ্ছেন, 'আমি নিশ্চিত, পরবর্তী ম্যাচগুলো ভালো যাবে এবং আমরা বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করব। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্টবিশ্বকাপে যাওয়া এবং জেতা, কিন্তু সবকিছু ধাপে ধাপে করতে হবে।'

মেসির উদাহরণ টেনে লারার প্রশ্ন, তারা কি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে চায়

প্যারিস ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট পতনের দিকেএই আলোচনা নতুন না। তবে বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে ৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস ১৪০ রানে হারের পর। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোস্টন চেজ হারের পর 'অবকাঠামোগত সমস্যা' এবং ধারাবাহিকভাবে 'আর্থিক সমস্যা'র কথা বলেছিলেন।

এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি এবং সাবেক অধিনায়ক ব্রায়ান লারাও মেনে নিলেন, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে রয়েছে অর্থ ও প্রযুক্তির অভাব। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সির প্রতি আরেকটু ভালোবাসা ঢেলে আরও ভালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বানও জানিয়েছেন লারা। পাশাপাশি একটি প্রশ্নও তুলেছেন কিংবদন্তি, 'তারা (খেলোয়াড়) কি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে চায়?'

কিংস্টনে গত জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর আগস্টে ক্লাইভ লয়েড, লারা, ডেসমন্ড হেইন্স, শিবনারায়ণ চন্দরপলদের মতো ক্যারিবিয়ান গ্রেটদের নিয়ে একটি কমিটি করে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে টেনে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সেসব বাস্তবায়নের রূপরেখাও তৈরি করে সেই কমিটি। লারা ও চেজ দুজনেই এই কমিটির অংশ।

মুম্বাইয়ে গত মঙ্গলবার সিয়াট ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের পতন নিয়ে কথা বলেন লারা। টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস খেলার রেকর্ডধারী কিংবদন্তির মুখেই শুনুন সেসব কথা, 'কোনো কিছু করতে চাইলে সেটা করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু একই সময়ে আমি রোস্টন চেজ ও বাকিদের বলতে চাই, তারা কি হৃদয়ে সত্যিই ক্রিকেট লালন করে? তারা কি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে চায়? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে পথ খুঁজে নেওয়া যায়।'

লারা এরপর নিজেদের সময় ও অতীতের উদাহরণ টেনে ব্যাখ্যা করেন, 'আমি বোঝাতে চাচ্ছি, ৩০ থেকে ৪০ বছর আগেও আমাদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ভিভ রিচার্ডস ভালো পিচে অনুশীলন করেননি। আমাদেরও একই কাজ করতে হয়েছে, একই সমস্যার ভেতর দিয়ে উঠে আসতে হয়েছে, তবে প্যাশনটা আলাদা ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার প্যাশনটাই ছিল অন্য রকম। তাই আমি তরুণ খেলোয়াড়দের বলব, এটা বুঝতে যে সুযোগটা দারুণ।'

লারা মনে করেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ আয়ের হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার জন্য ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের দোষারোপ করাটা ঠিক হবে না। বরং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে বলে মনে করেন লারা। খেলোয়াড়দের জন্য অর্থ আয়ের বিষয়টি লোভনীয় করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করেন ৫৬ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি।

আর্জেন্টিনায় তাকান, মেসি বেড়ে উঠেছে ইউরোপে, কিন্তু খেলে আর্জেন্টিনার হয়ে। সে কিন্তু বার্সেলোনা, পিএসজিতে খেলেছে এবং তাকে (খেলার) অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক খেলোয়াড়ই এটা করে। তারা দেশের হয়েও গর্ব নিয়ে খেলে। **ব্রায়ান লারা**

লারার ভাষায়, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে ক্রিকেট ক্যারিয়ার গড়তে চাওয়া একজন খেলোয়াড়কেও আমি দোষ দিতে পারি না। কারণটা অসমতাপাঁচ-ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার বিষয়টি (আর্থিক দিক থেকে) আলাদা।' এ কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দল তাদের সেরা খেলোয়াড়দের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে পাচ্ছে না বলে মনে করেন লারা, 'ভারতের বিপক্ষে সিরিজে, আমরা দুনিয়ার সেরা দলের বিপক্ষে ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই। সে জন্য সেরা খেলোয়াড়দের দলে থাকতে হবে। আপনি চাইবেন না (তখন) নিজের সেরা খেলোয়াড়েরা আমেরিকা কিংবা বিশ্বের অন্য কোথাও থাকুক।'

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসির উদাহরণ টেনেছেন লারা। মেসির ক্লাব ক্যারিয়ার আর্জেন্টিনার বাইরে, কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে খেলতে সব সময় উন্মুখ থাকেন তিনি। লারা এ নিয়ে বলেছেন, 'আর্জেন্টিনায় তাকান, মেসি বেড়ে উঠেছে ইউরোপে, কিন্তু খেলে আর্জেন্টিনার হয়ে। সে কিন্তু বার্সেলোনা, পিএসজিতে খেলেছে এবং তাকে (খেলার) অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক খেলোয়াড়ই এটা করে। তারা দেশের হয়েও গর্ব নিয়ে খেলে।'

অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের উদাহরণ টেনে লারা আরও বলেন, 'অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড এটা করতে পেরেছে। দেশের প্রতি তাদের খেলোয়াড়দের আনুগত্য আছে। আমাদের কারও প্রতি আঙুল না তুলেই এই কাজটা করতে হবে...যদি সত্যি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহলে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন।'

হংকং যেন ব্রাজিল, ফ্রান্স, ক্যামেরুনের ফুটবলারদের দল

হংকং ঃ কেউ ব্রাজিল, কেউ ফ্রান্স, কেউ আবার এসেছেন ক্যামেরুন থেকে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৩ জন ফুটবলার হংকং জাতীয় দলের হয়ে মাঠ মাতাচ্ছেন। তাঁদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বিভিন্ন দেশে হলেও ফিফার নাগরিকত্ব ও যোগ্যতা নীতি অনুযায়ী তাঁরা এখন হংকংয়ের নাগরিক। এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে গত সোমবার রাতে ঢাকায় আসা হংকং জাতীয় ফুটবল দলের ২৫ ফুটবলারের ১১ জনই বিভিন্ন দেশে বেড়ে ওঠা ফুটবলার। ওই ফুটবলারদের মধ্যে পাঁচজন ব্রাজিলিয়ানডিফেন্ডার লুইস এদুয়ার্দো, মিডফিল্ডার ফার্নান্দো পেদ্রেইরা, ফরোয়ার্ড এভারটন কামারগো, জুনিনিয়ো ও স্টেফান পেরেইরা। আছেন ইউক্রেনিয়ান গোলরক্ষক ওলেক্সি শ্লিয়াকোটিন, রক্ষণভাগে স্কটিশ লিওন জোন্স, জাপানের ডিফেন্ডার শিনইচি চ্যান, মাঝমাঠে ক্যামেরুনের মহামা আওয়াল, ফ্রান্সের মিডফিল্ডার রাফায়েল মারকিস ও আক্রমণভাগে স্প্যানিশ মানোলো ব্লেদা।

৯ অক্টোবর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিক বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে হংকং। এরপর ১৪ অক্টোবর একই প্রতিযোগিতার ফিরতি লেগে বাংলাদেশ খেলবে হংকংয়ের মাটিতে। দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষের এই প্রবাসীরাই হতে পারেন হামজা চৌধুরীজামাল ভূঁইয়াদের সামনে বড় বাধা।

২০২৩ সালে হংকং জাতীয় দলে অভিষেক হয় ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত কামারগোর। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে ১৯ ম্যাচে ১০ গোল ও ১৩ গোলে সহায়তা করেছেন। তাঁর ড্রিবলিং বেশ ভালো। আক্রমণগতির ঝড় তুলতে পারেন কামারগো। প্রতিপক্ষ গোলকিপারের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোল করতে পারেন । শুধু গোল নয়, তাঁর খেলা তৈরি করার দক্ষতাও দারুণ। উইং থেকে রক্ষণ ভাঙার কাজটাও নিখুঁতভাবে করেন ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

আরেক উইঙ্গার আওয়াল কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল করে গড়ে দিতে পারেন ম্যাচের ভাগ্য। এ ছাড়া লম্বা শট এবং ক্রসে আক্রমণ তৈরিতেও পারদর্শী তিনি। আওয়াল বাংলাদেশকে সমীহ করলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। বাংলাদেশে আসার আগে হংকংভিত্তিক ইংরেজি সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে আওয়াল বলেন, 'শুনেছি, বাংলাদেশে পারফর্ম করা খুব কঠিন, কিন্তু আমরা এবার শক্তিশালী দল এবং প্রস্তুত। আমরা সেখানে পূর্ণ শক্তি নিয়েই যাব এবং জয়ের জন্য সবকিছু করব...এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের পয়েন্ট প্রয়োজন।'

আক্রমণভাগের আরেক প্রবাসী ফুটবলার জুনিনিয়োও বাংলাদেশকে হারাতে প্রস্তুত, 'হংকংয়ের হয়ে খেলা প্রতিটা ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে দুবার হারাতে পারলে তা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য হবে দারুণ পদক্ষেপ।'

বাংলাদেশ দলেও প্রবাসী ফুটবলার কম নয়, সব মিলিয়ে বর্তমান দলে সাতজন। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী জায়ান আহমেদকে দলে ডেকেছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসেবে আসেন জামাল ভূঁইয়া। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় দলে অভিষেক হয় ডেনমার্কে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের। এরপর তারিক কাজী, শাহ কাজেম, হামজা চৌধুরী, ফাহামিদুল ইসলাম, শমিত সোমের মতো তারকারা লাল-সবুজ জার্সিতে খেলেছেন।

শিশু মৃত্যুর ঘটনা সত্ত্বেও কেন কাশির সিরাপের প্রতি ভারতীয়দের আসক্তি কমছে না

কলকাতা ঃ আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট শহরে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে কোনওরকম ব্যাখ্যা ছাড়াই শিশুমৃত্যুর ঘটনা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিচলিত করে তুলেছিল।

সাধারণ কাশির সিরাপ সেবনের কয়েকদিনের মধ্যেই কমপক্ষে ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল ওই শহরে। এদের বয়স ছিল এক থেকে ছয় বছরের মধ্যে।

ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে পানীয় জল পরীক্ষা থেকে শুরু করে এরজন্য মশা দায়ী কি না– সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেছিলেন কর্মকর্তারা। তারপর জানা যায় ওই শিশুদের কিডনি ফেল করেছিল।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর চেন্নাইয়ের একটি রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাগার যে বিষয়টি নিশ্চিত করে তা আরো ভয়াবহ।

প্রশ্নের মুখে থাকা কাশির সিরাপটিতে ৪৮.৬ ডাইথাইলিন গ্লাইকোল রয়েছে। এটি একটি বিষাক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল দ্রাবক যা কখনোই ওষুধে থাকা উচিৎ নয়। এটি সেবনের পর কিডনি ফেল হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।

এই ভয়াবহ ঘটনা শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পার্শ্ববর্তী রাজ্য রাজস্থানে, স্থানীয়ভাবে তৈরি ডেক্সট্রোমেথোরফান সিরাপ সেবনের পরে দু'জন শিশুর মৃত্যু হয়। কাশি প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত ওই সিরাপ কিন্তু ছোট বাচ্চাদের জন্য একেবারেই নিরাপদ নয়। শিশু মৃত্যুর ঘটনা মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং বিষয়টি নিয়ে সরকারি তদন্ত শুরু হয়।

এই ঘটনা যেন ভারতে অতীতের ভয়াবহ স্মৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনে।

বছরের পর বছর ধরে ভারতে তৈরি কাশির সিরাপগুলিতে ডাইথিলিন গ্লাইকোলের উপস্থিতি বহু শিশুর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ গাম্বিয়ায় ৭০জন এবং উজবেকিস্তানে ১৮টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে ডাইথিলিন গ্লাইকোল যুক্ত ভারতীয় সিরাপগুলির যোগ ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

পাশাপাশি, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত শাসিত কাশ্মীরের জম্মুতে পাঁচ বছরের নিচে কমপক্ষে ১২টি শিশুর মৃত্যুর নেপথ্যে ছিল কাশির সিরাপ। তবে আক্টিভিস্টদের মতে ভুক্তভুগীদের সংখ্যা কিন্তু আরো বেশি।

অতীতে, কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপগুলির অপব্যবহারও হয়েছে। কোডিন অল্পমাত্রার ওপিওয়েড (যন্ত্রণার কষ্ট কমাতে ব্যবহার করা হয় ওপিওয়েড যা ব্যবহার করলে আছন্ন লাগে) যা উচ্চ মাত্রায় আবেগ তৈরি করতে পারে। এর প্রতি আসক্তি তৈরি হওয়ারও সম্ভাবনা দেখা যায়। ছোট বাচ্চাদের জন্য এই জাতীয় কাশির সিরাপ দেওয়া উচিৎ নয়।

নিয়ন্ত্রকরা প্রতিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দূষিত কাশির সিরাপগুলি বাজারে আবার হাজির হয়, যা প্রমাণ করে যে ওষুধের বাজারের পরিস্থিতি আসলে কী। সমালোচকদের অভিযোগ, দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে প্রায়শই অঅনুমোদিত সিরাপগুলি ছোট নির্মাতারা কম খরচে এটি উৎপাদন করে। শুধু তাই নয় এগুলি ওষুধের দোকানে বিক্রিও করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে, শিশু মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার কয়েকদিন পরে, ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই জাতীয় ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে। পাশাওয়াশি ছোট বাচ্চাদের প্রেস্ক্রাইব করার সময় আরও সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছে।

সিরাপের নমুনা বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও তার বিক্রয় স্থগিত এবং নিষিদ্ধ করেছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে সমালোচকরা মনে করেন এই সমস্যাটি শুধুমাত্র প্রেসক্রিপশনে কাশির সিরাপের উল্লেখ করার চেয়েও অনেক বেশি গভীর। প্রতিটি ঘটনা প্রমাণ করে ভারতে ওষুধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় কীভাবে ঘুণ ধরেছে। আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কেট রিসার্চ ফিউচার নামক সংস্থার তথ্য অনুসারে, ভারতীয় কাশির সিরাপের বাজার ২০২৪ সালে ২৬২.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৭৪৩ মিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ৯.৯ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু এর কিছুই ঘটবে না যদি ভারত এবং ভারতীয়রা কাশির সিরাপের প্রতি নিজেদের আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

দশকের পর দশক ধরে চিকিৎসকরা রোগীদের এই ওষুধ লিখে গিয়েছেন এবং তারা তা সেবনও করেছেন। তবে এর মধ্যে বেশিরভাগই উপকার করার বদলে শরীরের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

গলা ব্যথা এবং ক্রমাগত হতে থাকা কাশির দ্রুত নিরাময়ের জন্য বাজারজাত এই মিষ্টি সিরাপগুলি আসলে অ্যান্টিহিস্টামাইনস, ডিকনজেস্ট্যান্টস, এক্সপেক্টোরেন্টসের ককটেলের সঙ্গে চিনি ও রঙের মিশ্রণ।

তাত্ত্বিকভাবে দেখতে গেলে, প্রতিটি উপাদান একটি করে ভূমিকা পালন করে। একটি শ্লেষ্মার নিঃসরণ কমায়, দ্বিতীয়টি কফ বিছিন্ন করে এবং তৃতীয়টি কাফ রিফ্লেক্স (কাশির দমক) স্তিমিত করে। বাস্তবে, এর ইতিবাচক প্রভাব সংক্রান্ত প্রমাণ কমই মেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাশি কয়েক দিনের মধ্যে আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, সংক্রমণ বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাশি হতে পারে। কাশির সিরাপগুলি দুই ধরনের– একটি ঘুমের ওষুধ যা শিশুকে বিশ্রাম নিতে সহায়তা করে। অন্যটি ব্রঙ্কোডিলেটর যা শ্বাস–প্রশ্বাসকে সহজ করে দেয়। চিকিৎসকরা সাধারণত এর যেকোনো একটি সেবনের পরামর্শ দেন– দুটিই একসঙ্গে সেবনের কথা বলেন না।

মুম্বইয়ের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রাজারাম ডি খারের মতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের নাছোড়বান্দা কাশির জন্য সংক্রমণ নয় বরং দায়ী শহরগুলিতে বাড়তে থাকা দূষণ। অ্যালার্জি এবং শ্বাসনালীতে সমস্যার কারণেই এমন ঘটে।

ধুলো এবং দূষণের প্রতি যখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখন অ্যালার্জি দেখা যায়। এই সমস্ত শিশুদের প্রায়শই ঠান্ডা লাগে বা নাক দিয়ে জল পড়ে এবং কাশি হয় যা রাতে বা ভোরের দিকে বাড়ে। প্রতি কয়েক সপ্তাহ অন্তর অন্তর এর পুনরাবৃত্তি হয়।

ডা. খারে জানিয়েছেন, বড় শহরগুলিতে ধুলো এবং ধোঁয়াশা এই জাতীয় পুনরাবৃত্তির সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। কখনও কখনও হালকা ব্রঙ্কোস্পাজমও (শ্বাস নিতে সমস্যা) দেখা যায়।

ডা. খারের মতে এই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হলো ব্রঙ্কোডিলেটর। এই ওষুধ যা শ্বাসনালীর পথ খুলে দেয়। ইনহেলার বা নেবুলাইজারের মাধ্যমে এই ওষুধ শরীরে যায়। যদিও অনেক ডাক্তারই এখনও কাশির সিরাপের উপরই নির্ভর করেন যা সাময়িক আরাম দেয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের মধ্যে যে কাশি দেখা যায় তা ভাইরাল, সেল্ফ– লিমিটিং (নিজেই ঠিক হয়ে যায়) এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ফিজিশয়ানদের মতে কোনো কাশির সিরাপই এই সময়সীমা কমিয়ে ফেলতে পারে না।

খুব বেশি হলে ক্ষণিকের আরাম দেয়। এর সবচেয়ে খারাপ ফল হতে পারে এর প্রতি আসক্তি, এটি বিষাক্ত হতে পারে এবং ওভারডোজের ঝুঁকিও থাকে। দু–এক সময় স্বস্তির জন্য প্রেস্ক্রাইব করা ছাড়া আমি সাধারণত সাধারণ কাশি এবং সর্দি–কাশির জন্য কাশির সিরাপ লিখে দিই না। যদি কোনও বাচ্চার ভীষণ কাশি থাকে এবং ঘুমাতে না পারে তবে অস্বস্তি কমানোর জন্য আমি হালকা সিরাপের একটি ডোজ দিতে পারি।

এর মূল লক্ষ্য হল কিন্তু স্বস্তি দেওয়া চিকিৎসা নয়, বিশেষত যখন কাশি শুষ্ক হয় এবং ভাইরাল সংক্রমণের সঙ্গে দেখা যায়।

তাহলে ভারতে কাশির সিরাপ এত ব্যাপকভাবে কেন প্রেস্ক্রাইব করা হয়?

এর একটি কারণ হলো ভারতের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার দুর্বল– বিশেষত ছোট শহরগুলিতে এবং গ্রামাঞ্চলে। ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ অবিরাম কাশিকে আরো উস্কে দেয়, তাই এগুলি সাধারণ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের জন্যও কাশির সিরাপের অপব্যবহার চলতে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা আরও গভীর। গ্রামীণ ভারতে, ৭৫ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন পরিচালনা করেন অনানুষ্ঠানিক সরবরাহকারীরা। প্রায়শই দেখা যায় সেল্ফ–টট (নিজে নিজে শেখা) আরএমপি (রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার) চিকিৎসা করছেন বা আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেউ রোগী দেখছেন।

যেখানে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য ক্লিনিক অনেক দূরে, কর্মী সংখ্যা কম বা ক্লিনিক বন্ধ, সেখানে কার্যত এরাই সর্বেসর্বা এবং তাদের কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সরঞ্জাম হলো এই কাশির সিরাপগুলি।

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর শহরে পোস্টিং ছিল শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কাফিল খানের। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তিনি বলেন, যত্রতত্র সিরাপ দিয়ে দেওয়া হতো–এমনকি যাদের ডিগ্রি নেই তারাও দিত।

দেখা গেছে ছোট শহরে রোগীরা সাধারণ কাশির রাত থেকে রেহাই পেতে যাকে কাছে পান, বা যাকে তার সামান্যতম চিকিৎসাগতভাবে জ্ঞানী বলে মনে হয়, তার উপরই নির্ভর করেন। তা সে অনানুষ্ঠানিক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার হোক বা দোকানদার।

অনেক দরিদ্র রোগী পরামর্শের জন্য স্থানীয় ওষুধের দোকানদারের কাছে যান। তারা ধরে নেন, কাউন্টারের অন্যপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি একজন ফার্মাসিস্ট। গ্রামীণ ভারতে দশের মধ্যে দশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এই ধারণা ভুল, বলেছেন সাবেক ভারতীয় ড্রাগ এক্সিকিউটিভ দীনেশ ঠাকুর। বর্তমানে তিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

মনে হতে পারে যে এই সমস্যাটি মূলত ছোট শহর এবং গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত, কিন্তু তা যে নয় সেটি প্রমাণ করার মতো তথ্য রয়েছে। আমরা বড় শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেই একই প্রবণতা দেখতে পাই। পার্থক্য একটাই– ছোট শহর এবং গ্রামীণ অঞ্চলে ওষুধের সরবরাহের গুণমান বড় শহরগুলির তুলনায় আরও খারাপ।

এই প্রবণতা চলতে থাকার আরেকটি কারণ হলো অসুস্থ শিশুর বাবা–মায়ের উদ্বেগ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের কম জ্ঞান।

ডা। খানের কথায়, অভিভাবকেরা অনেক কিছু ভালভাবে জানেন না এবং তারা অধৈর্য হয়ে উঠতে পারেন। যদি কোনও শিশুর সর্দি–কাশির কয়েক দিনের মধ্যে না কমে তাহলে তারা প্রায়শই অন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেন যিনি কাশির সিরাপ দেবেন।

ডাক্তারদের মধ্যে কম জ্ঞান সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডা. খান বলেছেন যে তিনি এমনকি এমডি (ডক্টর অফ মেডিসিন) ধারী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদেরও বাচ্চাদের অ্যামব্রোক্সল কাশির সিরাপ লিখে দিতে দেখেছেন।

এটি ঘন শ্লেষ্মাকে আলাদা করতে সাহায্য করতে পারে, তবে দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চারা থুতু ফেলতে পারে না। তাই শ্লেষ্মা ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে, যার ফলে নিউমোনিয়াও হতে পারে। তা সত্ত্বেও এটি প্রেস্ক্রাইব করা হয়।

বেপরোয়া ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ভারতে কাশির সিরাপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট নীতির প্রয়োজন। প্রয়োজন ডাক্তার এবং অভিভাবকদের মধ্যে দেশব্যাপী সচেতনতারও।

এর ব্যবহারগত ঝুঁকিগুলি বাস্তব। মধ্যপ্রদেশে শিশু মৃত্যুর সঙ্গে যোগ মিলেছে এমন কাশির সিরাপ যে চিকিৎসক প্রেস্ক্রাইব করেছিলেন, তিনি তার স্বপক্ষে বলেছিলেন, ১৫ বছর ধরে আমি এই কাশির সিরাপই প্রেস্ক্রাইব করেছি।

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

'আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ'

ঢাকা : ভারত থেকে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মাস ছয়েক পর দলটি নিষিদ্ধের দাবিতে ঢাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। এর জেরে বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তী সরকার। এবার দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের দিকে এগোচ্ছেন সরকারের নীতিনির্ধারকেরা। আওয়ামী লীগের অপরাধের তদন্ত করতে ইতিমধ্যে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পেলে তা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা দেবে প্রসিকিউশন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রতিবেদন আমলে নিয়ে বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে পারবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম (প্রশাসন) আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'চারটি শাস্তির মধ্যে একটি হচ্ছে দল নিষিদ্ধ করা। অপরাধ প্রমাণিত হলে ট্রাইব্যুনাল দল নিষিদ্ধ করতে পারবেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল কী করবেন, সেটা তাঁর বিষয়। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, তারা (আওয়ামী লীগ) মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শুরু, 'চুক্তির সম্ভাবনা আছে' মনে করছেন ট্রাম্প

গাজা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজা যুদ্ধের অবসানে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে মিশরীয় শহর শার্ম আল শেখে পরোক্ষ বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। ফিলিস্তিনি ও মিশরীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, এই বৈঠকে মূলত সম্ভাব্য বন্দি বিনিময়ের জন্য 'মাঠ পর্যায়ের পরিবেশ তৈরি' করা নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। যাতে ইসরায়েলি সব জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিরা মুক্তি পেতে পারে।

হামাস জানিয়েছে, তারা এই শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাবে আংশিকভাবে সম্মত হয়েছে।

কিন্তু বেশ কিছু মূল বা গুরুত্বপূর্ণ দাবি যেমন নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজার ভবিষ্যত সরকারের নিজেদের ভূমিকা নিয়ে তারা সাড়া দেয়নি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শনিবার বলেছেন যে, 'সামনের দিনগুলোতে' জিম্মিদের মুক্তির ঘোষণা দেওয়ার আশা করছেন।

এই আলোচনায় ইসরায়েল এবং হামাস উভয়েরই প্রতিনিধিদের সাথে পৃথকভাবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বৈঠক করবেন মিশরীয় ও কাতারীয় কর্মকর্তারা।

এদিকে, সোমবার কর্মকর্তারা যখন বৈঠকে মিলিত হন, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কাছে একটি চুক্তি করার সত্যিই ভালো সুযোগ রয়েছে এবং এটি হবে একটি স্থায়ী চুক্তি।

২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকীর ঠিক আগে আগে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।

এই হামলার পাল্টা জবাবে গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সে সময় থেকে গাজায় এই সামরিক অভিযানে ৬৭ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছে, হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী যাদের মধ্যে ১৮ হাজার শিশুও রয়েছে।

ইসরায়েলে হামলার বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনা এই মর্মান্তিক সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছে যা কাজে লাগাতে হবে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার বার্ষিকী উপলক্ষে তার বিবৃতিতে এই পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য মার্কিন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই সরকার এমন একটি দিন আনার জন্য আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সবকিছু করবে যেখানে ইসরায়েলের প্রতিটি শিশু তাদের ফিলিস্তিনি প্রতিবেশীদের সাথে, নিরাপদে ও নিরাপত্তার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছেন, আলোচনা প্রাথমিকভাবে কেবল জিম্মিদের মুক্তির ওপর আলোকপাত করবে এবং হামাসকে সেই পর্যায়টি সম্পন্ন করার জন্য কয়েক দিন সময় দেওয়া হবে।

মিশরে আলোচনায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি।

গাজা যুদ্ধের অবসানের প্রচেষ্টায় জড়িত সকলকে 'দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার' আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, তাকে বলা হয়েছে, শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপের মধ্যে জিম্মি মুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাম্প লিখেছেন, জিম্মি মুক্তি এই সপ্তাহে শেষ হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ২০ দফা পরিকল্পনায় একমত হয়েছেন।

এর মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং আটক শত শত গাজার নাগরিকের বিনিময়ে ৪৮ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

যাদের মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনায় শর্ত দেওয়া হয়েছে, যদি একবার উভয় পক্ষ এই পরিকল্পনায় রাজি হয় তাহলে গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা পাঠানো হবে।

এতে আরো বলা হয়েছে, গাজা শাসনে হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না এবং চূড়ান্তভাবে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য দরজা উন্মুখ রাখা হয়েছে।

কিন্তু এক সপ্তাহ আগে প্রকাশ্যে এই পরিকল্পনা ঘোষণার পর নেতানিয়াহু একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি তার দীর্ঘদিনের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এক ভিডিও বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটা চুক্তিতে লেখা নাই। আমরা বলেছিলাম একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি আমরা জোরালোভাবে বিরোধিতা করবো।

শুক্রবার, হামাস এক বিবৃতিতে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

যেখানে এই গ্রুপটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবে থাকা বিনিময়ের শর্ত অনুযায়ী জীবিত এবং মৃত সকল ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে, যদি বিনিময়ের জন্য যথাযথভাবে শর্ত পূরণ করা হয়।

এতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ বা গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু এতে বলা হয়েছে, এটি ফিলিস্তিনি জাতীয় ঐকমত্য এবং আরব ও ইসলামী সমর্থনের ভিত্তিতে গাজা উপত্যকার প্রশাসন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি সংস্থা বা টেকনোক্রেটের কাছে হস্তান্তরের চুক্তি নবায়ন করছে।

হামাসের এই বিবৃতিতে পরিকল্পনার একটি প্রধান দাবির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

যেটি হলো হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে রাজি হতে হবে এবং গাজার শাসন ব্যবস্থায় আর কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

এতে আরও বলা হয়েছে, গাজার ভবিষ্যৎ

এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর অংশটি এখনো একটি জাতীয় কাঠামোর মধ্যে আলোচনা করা হচ্ছে।

এর মধ্যে হামাসও একটি অংশ হিসেবে থাকবে বলে তারা এতে জানিয়েছে।

অনেক ফিলিস্তিনি শান্তি পরিকল্পনায় হামাসের এই প্রতিক্রিয়াকে অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করছেন।

কারণ কয়েকদিন ধরেই এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, হামাস ট্রাম্পের এই শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা অন্তত কঠোর শর্তসাপেক্ষে গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরিবর্তে, হামাস তাদের অফিসিয়াল এই বিবৃতিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী 'লাল রেখা' অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকে। যেটিকে অনেকেই বহিরাগত চাপের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করছেন।

ইউরোপীয়ান এবং মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই প্রচেষ্টাকে 'আন্তরিক এবং বলিষ্ঠ' বলে অভিহিত করেছে ইসরায়েলি অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ(পিএ)।

বহু বছর ধরে হামাসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ইরানও এখন ট্রাম্পের এই গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সোমবার আলোচনা শুরুর আগেও গাজা উপত্যকার বেশ কয়েকটি অংশে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ অব্যাহত ছিল।

বাকি জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শহরে ইসরায়েল হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে।

হামাস পরিচালিত গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বিবিসিকে বলেছেন, চার সপ্তাহ আগে হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় কোনো ত্রাণের ট্রাক ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকায় এখনো এমন কিছু মরদেহ রয়েছে যা আমাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নির্ধারণ করা দক্ষিণে একটি 'মানবিক এলাকায়' স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে গাজা শহরের লাখ লাখ অধিবাসী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আরও লাখ লাখ অধিবাসী এখনো রয়ে গেছেন সেখানে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন, হামলার সময় যারা থাকবে তারা 'সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসের সমর্থক' হিসেবে বিবেচিত হবে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের সর্বশেষ এক আপডেটে জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৯৬ জন আহত হয়েছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে।

এর ফলে উভয় পক্ষের দাবিগুলো যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনে ছুটিতে যাওয়া ফেডারেল কর্মীরা কি বকেয়া বেতন পাবেন, কী বলছে ট্রাম্প প্রশাসন

নিউ ইয়র্ক। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক দিন ধরে শাটডাউনের (অচলাবস্থা) মধ্যে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে যেসব ফেডারেল কর্মীকে সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে, শাটডাউন শেষে তাঁরা এ সময়ের বকেয়া বেতন হয়তো পাবেন না বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হোয়াইট হাউস। অনেক আইনপ্রণেতা এ ব্যবস্থাকে বেআইনি বলে উল্লেখ করে এর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ছুটিতে পাঠানো কর্মীদের বকেয়া বেতন বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট অফিস (ওএমবি) থেকে পাঠানো এক স্মারকে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৯ সালে যে আইন করে শাটডাউন শেষে বকেয়া বেতন প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তা ওই সব কর্মীর বেলায় প্রযোজ্য নয়, যাঁদের সাময়িকভাবে কাজে না যেতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা কোন কর্মীদের নিয়ে কথা বলছি, তার ওপর নির্ভর করছে কাদের বকেয়া বেতন দেওয়া হবে। কিছু কর্মী আছেন, যাঁরা এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন।'

সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত একটি বিল পাস করতে শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হওয়ায় গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার শাটডাউনে পড়ে যায়। তার পর থেকে কয়েক দফায় বিল পাসের চেষ্টা করা হলেও এখনো সফলতা মেলেনি।

ফলে কয়েক দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক হাজার ফেডারেল কর্মীকে বিনা বেতনে কাজ করতে হচ্ছে। শাটডাউনের সময় কিছু কর্মীকে সাময়িক ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত শাটডাউন শেষ হলে ছুটিতে পাঠানো কর্মীদেরও বকেয়া বেতন দিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু এখন ছুটিতে পাঠানো কর্মীদের বকেয়া বেতন দেওয়া নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তার সঙ্গে একমত নন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিস।

আমরা কোন কর্মীদের নিয়ে কথা বলছি, তার ওপর নির্ভর করছে কাদের বকেয়া বেতন দেওয়া হবে। কিছু কর্মী আছেন, যাঁরা এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

গতকাল জেফ্রিস বলেন, আইনে একেবারে স্পষ্ট করে বলা আছে যে সাময়িক ছুটিতে পাঠানো প্রত্যেক ফেডারেল কর্মী অবশ্যই বকেয়া বেতন পাওয়ার অধিকারী, এটাই শেষ কথা।

বকেয়া বেতন পাওয়া নিয়ে ওএমবি গত সপ্তাহেই স্মারকটি তৈরি করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমে গতকাল প্রথম এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়।

ওএমবির স্মারকে বলা হয়, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের মতো যাঁদের জরুরি কর্মী ধরা হয়েছে, যাঁদের কাজে আসা বাধ্যতামূলক, শাটডাউন শেষ হলে সরকার কেবল তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

স্মারকে আরও বলা হয়, তবে যাঁদের সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে সরকার বাধ্য নয়, মূলত তাঁদের বিনা বেতনে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের মতো যাঁদের জরুরি কর্মী ধরা হয়েছে, যাঁদের কাজে আসা বাধ্যতামূলক, শাটডাউন শেষ হলে সরকার কেবল তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

অথচ ২০১৯ সালে কংগ্রেসে পাস হওয়া এবং প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের স্বাক্ষর করা একটি আইনে বলা আছে, সরকারি তহবিলের অভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার সরকারি কর্মীদের মধ্যে যাঁদের সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হয় বা যাঁরা কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের সবাইকে সে সময়ের বকেয়া বেতন দিতে হবে। ২০১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে এ আইন কার্যকর হয়।

রিপাবলিকান প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তিনি এখনো হোয়াইট হাউসের সঙ্গে বকেয়া বেতন নিয়ে কথা বলেননি। আইনে একেবারে স্পষ্ট করে বলা আছে যে সাময়িক ছুটিতে পাঠানো প্রত্যেক ফেডারেল কর্মী অবশ্যই বকেয়া বেতন পাওয়ার অধিকারী, এটাই শেষ কথা। ঃ **হাকিম জেফ্রিস, প্রতিনিধি পরিষদের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট**

জনসন আরও বলেন, এটা সত্যিই যে আগের শাটডাউনের সময় অনেককে বা বেশির ভাগ কর্মীকে তাঁদের সাময়িক ছুটির সময়ের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। এখন কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ বলছেন, এটা হয়তো ঠিক নয় বা এর প্রয়োজন নেই। আইনবিশেষজ্ঞদের এই বিশ্লেষণ যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে সরকারের অচলাবস্থার অবসানে ডেমোক্র্যাটদের ওপর চাপের সৃষ্টি হবে বলেও মনে করেন তিনি।